পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কালপ্রতিমা
কলকাতা - ৪৮

PUNYASHLOK ANDHAKARE

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ : বড়দিন, ২০০৮

কপিরাইট : রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশনা : বাসুদেব দেব
কালপ্রতিমা
আশাবরী
এফ ৩ বি ৬৬ এস.কে.দেব রোড,
কলকাতা - ৭০০০৪৮

মুদ্রক : অমিত ব্যানার্জী, হাজরা গলি, বাঁকুড়া

মূল্য : আশি টাকা

শ্রীযুক্ত সুধেন্দু মল্লিক
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালোবাসায় অভিমানে
- কবিতার কাছাকাছি একা
- বৃষ্টির মেঘ
- আরশি টাওয়ার
- কোজাগর
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি

সূচীপত্র

পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে, লেখা না লেখা ৭ ❑ এই পৃথিবীতে, চিতা ৮
কাজের শেষে, একান্ত ব্যক্তিগত ৯ ❑ শিল্প, অন্তিম ১০
আমি বলি, আমার নিখিলে ১১ ❑ বাঁচামরা, জল পড়ে পাতা নড়ে ১২
এহাতেই এভাবেই, অনুতাপ, নিরঞ্জন ১৩ ❑ আমার মতো, দুঃখদিন ১৪
মন খারাপ, এক রাত্রি ১৫ ❑ মনে নেই, চিরন্তন ১৬
❑ স্রোত, তীরে ১৭ ❑ যেতে যেতে ১৮ ❑ সর্বস্ব, দহন ১৯
দুঃখে, বেলাভূমি ২০ ❑ প্রবাদের পাখি, হাওয়া ২১
খোলা মুঠি, শ্লোকোত্তরা ২২ ❑ তোমাকে লুকিয়ে, যেতে যেতে ২৩
দেরি, অবুঝ ২৪ ❑ ভালো লাগে, ছন্দজ্ঞান ২৫
যমুনা, এই পথে ২৬ ❑ নৈশ, ডাক ২৭ ❑ পাতার মর্মরধ্বনি ২৮
অন্তর্গত, দম্ভ ২৯ ❑ রীতিনীতি, ছন্দে এলে ৩০
জাতিস্মর, লেখা ৩১ ❑ হাঁটা, জানিনা ৩২
হাওয়া এসে, বিকেলের কবিতা ৩৩ ❑ অনীশাত্মা, গেরুয়াতিমির ৩৪
ঘর, মোহনামুখী ৩৫ ❑ পাতাল পুরাণ, শিল্প ৩৬
স্যার, এবার আমাকে ৩৭ ❑ প্রৌঢ়ত্ব ৩৮ ❑ বেড়াতে এসে, ছন্দ ৩৯
মনে পড়ুক ৪০ ❑ ছদ্মনাম ৪১ ❑ সাতটি তারার তিমিরে ৪২
মনোনয়ন ৪৩ ❑ বাঁকুড়া কলকাতা জুড়ে ৪৪
আবহমান, আমার বাড়ি ৪৫ ❑ গোপন ৪৭ ❑ বন্ধুরা, চলো যাই ৪৮
ছুটি, দাম ৪৯ ❑ কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি ৫০ ❑ সময়, পথে ৫৩
সত্য, বৃষ্টি ৫৪ ❑ প্রাকৃতিক, আমি বড় জোর ৫৫
মুখোমুখি, সত্তা ৫৬ ❑ কাব্যতত্ত্ব, আজ ৫৭ ❑ দেশ ৫৮
ট্রানজিট পয়েন্ট ৬০ ❑ অসীম যাদব, আছে ৬১
সমাজ, লোককবি ৬২ ❑ কবি ৬৩ ❑ নচিকেতা, সত্যি মিথ্যে ৬৪
প্রেম, দায় ৬৫ ❑ তবু আমার ৬৬ ❑ মনে ক'রে দেখ, পিঁপড়ে ৬৭
আঙ্গিক ৬৮ ❑ ট্রাক, যে মানুষ ৬৯ ❑ ক্লাস ৭০ ❑ এ শহর ৭১
পাতাবাহার ৭২ ❑ উত্তরাধিকার ৭৩ ❑ সান্ধ্য ৭৪
প্রতিভা, কারাগার ৭৫ ❑ বাঁকুড়া ৭৬ ❑ অপেক্ষা ৭৭
এইসব, চিঠি, দুর্গ ৭৮ ❑ চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়, ঘৃণাক্ষর ৭৯

পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

'পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে' সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : দু হাজার আটের ডিসেম্বর। প্রকাশক : বাসুদেব দেব, কালপ্রতিমা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা একশ আঠারো।

☐ যেন একটু আগে ছিল ধর্ম সংঘ তথাগত : নেই
যেন একটু আগে ছিল পূর্ণমদঃ পূর্ণমেবাবশিষ্যতে : নেই
যেন একটু আগে ছিল অন্তরীক্ষে ওষধীতে : নেই
কী নিশ্ছিদ্র নীল শূন্য পর্যাকুল আব্রহ্মস্তম্বেই।

পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। অলৌকিক পটে জ্বলছে তারা।
একটি ধ্রুবতারা। বুকে ধূপ পুড়ছে। বহুদূরগামী
অধীর জলধী কাঁপছে। বিশ্বাসের বটপত্রে স্থির
নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে প্রপন্নার্তি প্রতীক্ষা প্রত্যয়।

কবি সন্ত নন। ঋষি নন। কবি। যদিও উপনিষদে কবি ও ঋষিকে এক বলা হয়েছে। যদিও বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে পরিণত করেছেন আর এক ঋষি। বিশ্বাসহীন সংশয়জীর্ণ পৃথিবীতে—এই সময়—যদি আধুনিকতায় বিশ্বাসের কথা বলা হয় তা আমাদের আশ্রয়। মানুষের জীবনে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে—দুঃখ পাপ মূঢ়তা হিংসা নীচতার অভাব নেই। তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে পৃথিবীতে। সেই ঘন অন্ধকার ভোরের পূর্ব মুহূর্ত দেখেন কেউ কেউ। কোনো কোনো কবি। কোনো কোনো ঋষি। সে অন্ধকার বোধহয় পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। এ কাব্যে দেখি ট্রানজিট পয়েন্ট, অসীম যাদব, ট্রাক, কারাগার, মনে ক'রে দেখ, দেশ সিরিজের সাতটি কবিতার মতো কবিতা। যেখানে ধ্বংসোন্মুখ অবক্ষয়ের অকল্যাণের অন্ধকার স্পষ্ট। তবু আলোর প্রার্থনা। তবু ভোরের প্রার্থনা। তবু বিশ্বাসের অমোঘ বীজমন্ত্র। আমি বলি, আমার নিখিলে, চিরন্তন, যেতে যেতে, অন্তর্গত, আবহমান, মুখোমুখি প্রভৃতি কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা কুড়িয়ে নিই। আশ্বস্ত হই। আত্মস্থ হই। ভারহীন হই।

☐ কুড়িয়ে নিই আজ বিশ্বাস
কুড়িয়ে নিই আজ সন্তোষ
কুড়িয়ে নিই আজ মুক্তি

☐ সব আছে সব কিছু আছে
আজও ঠিক মানুষের কাছে

কেবল তোমার যাওয়া চাই।

☐ অনন্যোপায় এক ভার
কাউকে না দিয়ে পালাবার
পথ নেই। একদা তুমিও
দেবে। সব দিয়ে যেতে হবে।।

☐ তোমার জন্মের কোনো শেষ নেই। জেনো
শেষ নেই আমাদের হাজার মৃত্যুরও।

পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। এই রাত্রি এসেছে নিজেই
নিজের সমস্ত বিষ তুলে নিতে। নাকি দিতে? জানো?
কিংবদন্তি জানে। সাতটি তারা সারারাত চেয়ে থাকে
স্বপ্নভারাতুর নদী শিউরে ওঠে। এমন তামস
এতো নিষ্করুণ দিন দেখেছি কি? শালুমোড়া পুঁথি
নীরব নিশ্চুপ। জয় জয় সারা রাজপথে আলপথে গলিতে।
তোমার নিহত মুখে বাষ্পভার লুব্ধপ্রেত মানুষ নিশান
কণ্টকিত ঋজুরেখ শতাব্দীর পটে যেন শ্লেষ।

যেন একটু আগে ছিল ধর্ম সংঘ তথাগত ঃ নেই
যেন একটু আগে ছিল পূর্ণমদঃ পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ঃ নেই
যেন একটু আগে ছিল অন্তরীক্ষে ওষধিতে ঃ নেই
কি নিশ্ছিদ্র নীল শূন্য পর্যাকুল আব্রহ্মস্তম্বেই।

পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। অলৌকিক পটে জ্বলছে তারা।
একটি ধ্রুবতারা। বুকে ধূপ পুড়ছে। বহু দূরগামী
অধীর জলধি কাঁপছে। বিশ্বাসের বটপত্রে স্থির
নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে প্রপন্নার্তি প্রতীক্ষা প্রত্যয়।

লেখা না লেখা

কেন যে লিখিনা মাঝে মাঝে বহুদিন
তুমি জানো। কেন লিখি তাও জানো তুমি।
লেখা না লেখার ঠিক মাঝখানে ঋণ
আমার নিজেরই কাছে ঃ বিশ্বাসের ভূমি।

আমি ভালবাসি ঘৃণা করি পাশাপাশি
আমার পুণ্যে ও পাপে মুখর প্রচ্ছদ
আমার সহস্রশীর্ষ অন্ধ অবিশ্বাসী
মেঘের সমস্ত রঙ উত্তরীয়ে মৃত্তিকা গরদ।

আমি পৃথিবীর নই ঃ তবু পৃথিবীতে বসবাস
নো মোর নো লেশ দ্যান দি বন্ড ডিজার্ভস।।

এই পৃথিবীতে

আমি নিচু হয়ে কিছু কুড়োবোনা ভেবে
হেঁটে গেছি। এর নাম উপেক্ষা? আমার
অভিরুচিহীন আসা চলে যাওয়া ফেরা।
আমি স্নান করতল পেতে কিছু প্রার্থনা করিনি।
এর নাম অহংকার? বস্তুত আমার
প্রার্থিত ছিল না কিছু। আমি কোনো নিগূঢ় নির্দেশ
পালন করিনি। মানে, সংশয়াত্মা? তবে
কেন তার অন্ধকার বেদনার জলে
বিশ্বাসপ্রবণ এই ভেসে যাওয়া, রুদ্ধদ্বার ঘরে
আজীবন করাঘাত, মাথা খোঁড়া, রক্তলিপ্ত ভয়
এই বদ্ধমূল ক্রোধ এই দাহ জলমগ্ন এই ব্যাকুলতা?
ধুলায় লুটায় আত্মা জলে ভিজে পুড়ে দাবদাহে
শিরায় শিরায় নীল প্রতিবাদ রক্তের বিদ্রোহ
একে সংশয়াত্মা বলে? একি বিনাশের কোলাহল?
আমি কি দেখিনি তাকে মধ্যরাতে শিয়রে আমার
চোখের জলের শব্দে বাজাতে রাত্রির কাতরতা?
আমি নিচু হয়ে কিছু কুড়োবোনা এই পৃথিবীতে।।

চিতা

আমার চিতাভস্ম থেকে উঠে আসবে
ধর্ম
আমার অবসান থেকে উঠে আসবে
জয়
আমার রক্ত মাংস থেকে বেজে উঠবে
শান্তি
আমার এক জন্ম থেকে আরেক জন্মের ব্যবধানে হবে
ধ্বংস
তোমাদের অনুতাপের অবসর দেবে না আমার
চিতা।

কাজের শেষে

তুমি তো পড়োনা। তবে? থাক।
চলো যাই নক্ষত্রের বনে।
নদীটি অপেক্ষা ক'রে। চলো।
আকাশে কি বিদ্যুৎ চমকালো?
আমার সমস্ত কাজ শেষ।
তোমার? তাহলে একা? ভালো।
কেউ ছিলো? কখনো কি ছিলো?
নদীটি অপেক্ষা ক'রে আছে।
তার জল তার বালি তার অন্ধকার
বুকে চেপে ব'সে আছে স্নেহের সম্ভার।
আমার সমস্ত কাজ শেষ।
বস্তুতঃ আমার কিছু করার ছিল না।

একান্ত ব্যক্তিগত

বিশ্বাসপ্রবণ সন্ধ্যা লেগে আছে অন্ধকরজোড়ে —
চোখের জমিতে জল কোনোখানে চন্দনের দাগ
সংস্কারছিন্নমূল গার্হস্থ্যে গেরুয়া তবু ওড়ে
ছবি থেকে উঠে আসে জ্বলন্ত জটিল অনুরাগ

এ তুমি বুঝবেনা পথতরুতলে উদাসী বাউল
শুধায়োনা অন্ধকারতরঙ্গউত্তাল বেলাভূমি
আমার মুখে দিকে তাকিয়োনা জীবনের ভুল
কেন যে এসেছি ফিরে জানে শুধু পথ আর তুমি

জানো কেন এত দূর ব্যবধান বিধ্বস্ত সংসার
ধ্বংসের চূড়ান্ত শীর্ষে দু'হাতে জ্বেলেছি এ হৃদয়
আকাশ পেতেছে হাত বুকে রাখতে সেই অগ্নিভার
আমার বাড়ির পাশে হেঁটে যেতে তুমি পাও ভয়

মিথ্যে তুমি ভয় পাও অকারণ কেঁপে ওঠো ত্রাসে
জল কি জলের ধর্ম ছেড়ে হতে পারে অন্যগামী?
দু'টি চোখ দু'চোখের ছলনার বিপুল আকাশে
আমার মৃত্যুর ছন্দ অনুভব করেছি যে আমি!

শিল্প

কাছাকাছি চ'লে যাই যতো
হ'তে হয় কঠিন সংযত
যতো স'রে যাই দূরে দূরে
মুখরতা আসে ঘুরে ঘুরে
যতো স্থির বিষয়ের দিকে
খুঁজে পাই ঠিক কথাটিকে
আকার এবং উপাদান
উভয়ে মিলিয়ে দেয় জ্ঞান
যদি থাকে এ গভীর সীমা
প্রাণ পায় তোমার প্রতিমা

যারা বলে এই সব প্রথা
পুরনো মলিন কথকতা
ভাঙো ভেঙে করো এলোমেলো
বিবমিষা হোক খাও ঢেলো
গাঁজাও গেঁজিয়ে দাও জোরে
মারো লাথি প্রতিভার দোরে

তাদের বলিনা, ঢেকে রাখি
গোপনে গোপনে খুব থাকি
একা একা নিকটে তোমার
যদি দাও পরিচর্যাভার
অসংকোচ সেই আকাঙ্ক্ষার
জাগর প্রদীপ টুকু জ্বেলে।

অন্তিম

এখনো দু'চোখে লেগে আছে সেই আলো
বৃষ্টিকে দেখিনা তাই বৃষ্টি মাটি নিচের মাটিকে।
এখনো দু'হাতে আছে সেই স্পর্শ ব'লে
প্রতিদিন রক্ত ধুয়ে লাল করি নিরঞ্জন জল।
গুটিয়ে নিয়েছি ক্রমে নিজেকেই নিজের ভিতরে
লজ্জায় সঙ্কোচে ত্রাসে পাপবোধে অপরাধবোধে
তাই আজ দেখা দিল পৃথিবীর প্রাচীন হৃদয়
বিপুল বৈভব নিয়ে বেদনার দ্যুতি নিয়ে এতো।
এখনো ভুলিনি ব'লে ফুল ফোটে পাখি ডাকে বনে
হরিণেরা ছুটে যায় ঘরে শিশু অতিথি পথিক
সামাজিক পাঁক থেকে অম্লান পঙ্কজ মাথা তোলে
ছায়া দেয় বৃদ্ধ বট গল্প বলে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
বুকের পাঁজর ভেঙে দুঃখ আসে সুখ যায় আজো
অমোঘ বিশ্বাসবীজ চূর্ণ করে কঠিন গথিক।।

আমি বলি

আমি বলি পুরনো নিয়মে।
তোমরা যেভাবে খুশি এসো
তোমরা যেভাবে খুশি মেশো
পরস্পর ভালো লাগবে ক্রমে।

ভেঙে পড়ে চিরকালই সব।
তার জন্যে গেল গেল ব'লে
উদ্বাহু ব্যাকুল কোলাহলে
ভেঙে ফেলছো নিজস্ব নীরব?

ঝরে, ঝ'রে যেতে যেতে পাতা
যেন এক কালদর্শী ত্রাতা
আমাকে তো বলে : দেখা হবে।

ভেসে যেতে যেতে স্রোতোজল
দেখা হবে বলে ছলোছল
হারায় কি সমুদ্র-সম্ভবে?

আমি বলি পুরনো নিয়মে
ভালবাসো, ভালো লাগবে ক্রমে।।

আমার নিখিলে

তুমি যাকে আঘাতে আঘাতে
ভেঙে ফেলা বলো, আমি তাকে
এক একটি মন্ত্রের মতো গাঢ়
বেজে ওঠা বলি।

তুমি অপমানে অন্ধকারে
মাথা-নিচু যাকে বহুদূরে
চ'লে যাওয়া বলো, তার নাম
আমি দেব, কাছাকাছি আসা।

সহিষ্ণুতার সীমা ভেঙে
বেদনায় রক্তলাল? কেন
অজস্র সবুজে তবে ঢেকে
ডেকে ডেকে হাসে কৃষ্ণচূড়া

তুমি যাকে শূন্য বলো, আমি
পূর্ণ বলি তাকে, দেখি নীল
তোমার উপেক্ষা ভালোবাসা
ভ'রে দেয় আমার নিখিল।

বাঁচামরা

এই যে দীক্ষার মায়াবী কথা বলি
তার কি মানে এই মুড়োও মাথা
লাগাও আশ্রম গেরুয়া নামাবলি
পঞ্চমুখী জবা সাতটি পাতা

এই যে ধ্যানে যেতে বলেছি তাকি এই
পুণ্যলোভাতুরা কাউকে নিয়ে
বিলোতে প্রেম? যার হৃদয়ে কিছু নেই!
কি হবে তথাগত, সংঘ দিয়ে!

কোথায় হয়ে ওঠা কোথায় জাগরণ
কোথায় মুখোমুখি নিজেকে ডেকে
নিজের কাছে যেতে ব্যাকুল হয় মন
প্রতিটি গ্লানি থেকে নীচতা থেকে

নিজেকে জানা ছাড়া কিছু কি আছে নাকি?
নিজেকে জানা ছাড়া কাউকে জানা যায়?
তোমার নাম ধরে আমাকে শুধু ডাকি—
অমল ব'সে থাকে। রাজার চিঠি পায়!

আমি তো ডেকে ডেকে দেখাই উদ্বেগে
ছন্দসেতু এই। অথেনটিসিটি?
শঙ্খ ঘোষ। যায় কিশোর কবি রেগে
কেউবা লেখে এক ভীষণ চিঠি।

এখন কেউ পড়ে? কেইবা শোনে।
শুধুই সায়ন্তন পরম্পরা।
শব্দকোলাহল ধাতব বনে।
বিবরে বেঁচে থাকা, বিবরে মরা।

জল পড়ে পাতা নড়ে

এই মেঘ জল ঝড়ো হাওয়ার
এই নদী নালা বুড়ো পাহাড়
এই দিনরাত পথ চাওয়ার
কাহিনী কাকে যে কে শোনায়!

কে শোনায় কাকে জলে ঝড়ে
জল পড়ে আর পাতা নড়ে।

এর মানে নেই কোনো দিনও।

আষাঢ়ের মালা, তুমি চেনো?
বজ্রমাণিকে গাঁথা বলেই
স্বপ্ন সুতোটি ঝড়ে জলেই
পাগলের মতো সব ছাড়ায়
তোমাকে ভেঙাতে হাত বাড়ায়
আমাকে ভাসাতে হাত তোলে
ঘূর্ণী ব্যাকুল রাত হলে
যখন তোমার সব ফুরোয়
যখন আমার সব ফুরোয়

প্রাচীন কাহিনী বহু প্রাচীন
কে শোনে শোনায় সারাটা দিন
সারারাত মেঘে জলে ঝড়ে
জল পড়ে আর পাতা নড়ে।

এহাতেই এভাবেই

এহাতেই তুলে নিই ঘৃণা
এহাতেই তুলে নিই ক্ষতি
এহাতেই তুলে নিই ভুল
এহাতেই তুলে নিই জবা

এরকমই সারাটা জীবন

এভাবেই করতল পেতে
বাকিটুকু চ'লে যেতে যেতে
নিচু হয়ে কুড়োই পাথর

গ'ড়ে ওঠে ভেঙে যায়
গ'ড়ে ওঠে ঘর

অনুতাপ

দুপুর, তুমি নূপুর খুলে রাখো
সে আর আমার এ ঘরে আসবে না।
বিকেল, তুমি সজল ছায়া ঢাকো
সে আর আমার এ ঘরে আসবে না।
সন্ধে থাকো অনুক্ত সংলাপে
সে আর আমার এ ঘরে আসবে না।
রাত্রি ঢাকো হৃদয় অনুতাপে
সে আর আমার এ ঘরে আসবে না?

নিরঞ্জন

বিসর্জন দিতে হয় মনেই হয়নি এতোদিন
রূপ জলে গ'লে যায়, রঙ জলে গ'লে যায়, খড়
ভেসে ওঠে, সরোবর নিথর পদ্মের পাতা স্থির
আমি অরূপের ধ্যান কখনো যে অভ্যেস করিনি
অরূপের চোখ আছে? সজল ব্যথিত দুটি চোখ?
তবে? আমি আমি কবে নেমে যাব নিরঞ্জন জলে!

আমার মতো

অবিকল আমার মতো একটা লোক
ছায়ামূর্তি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে
আমি দাঁড়ালে সেও দাঁড়ায়
আমি চলতে শুরু করলে সেও চলতে থাকে

আমার মতো তারও দুঃখ
আমার মতো তারও সুখ
আবার সুখ দুঃখের ওপারের উদাসীনতাও
ঠিক আমারই মতন

লোকটার নাম জানিনা শুধু চিনি
সে আমার সঙ্গে বাজার করে
বাস ধরে সৌজন্য সহবৎ করে
চাকরি পর্যন্ত

শুধু যখন আমি জগৎ সংসার থেকে
পালিয়ে আসি
সংক্ষোভ বিক্ষোভ থেকে
পালিয়ে আসি
আঘাত অপমান থেকে
পালিয়ে আসি
মেরুদণ্ডহীন ভালোবাসা থেকেও
পালিয়ে আসি

সে দাঁড়িয়ে থাকে
নিত্যসাক্ষীর মতো স্থির অবিচল।

দুঃখদিন

একেকটা দিন এমনি ভাবে আসে
বৃষ্টি পড়ে পড়েই সারারাত
অঝে জলে একখানি মুখ ভাসে
যায়না ছোঁয়া যতই বাড়াই হাত

একেকটা রাত বিদ্যুতে বিদ্যুতে
সারা আকাশ বিদীর্ণ করবেই
কষ্ট ধুতে দুঃখ ধুতে ধুতে
নীল হয়ে যায় নিহিত স্বপ্নেই

ছোট্ট জীবন। সামনে পারাবার
সামনে কঠিন ক্রুদ্ধ কুটিল ঢেউ
ভীষণ হাওয়া, বালিরই পর্দার
আড়াল, কোথায়? কোথাও আছো কেউ?

একেকটা দিন মর্মেরই মর্মরে
লুটিয়ে থাকে অপরিমেয় ক্ষতি
ছোঁয়া যায়না ও মুখ, যায় স'রে
একেকটা দিন এমনই সম্প্রতি

মন খারাপ

আমার মন খারাপ তাই এসেছি তোর কাছে
পথের ধুলো, একটু বসি তা'পর ফিরে যাবো
একটু থাকি ও ছেঁড়া পাতা, তোমার পাশটিতে
ও পাখি, ভীতু পাখিটি, শোনো আমার মন খারাপ

এসেছি তাই, কোথায় যাই বলোতো, এ সময়ে?
বোঝেনা কেউ, শোনেনা কিছু, দেখেনা মুখে চেয়ে
বৃথাই চোখ সজল হয় বৃথাই ভেজে বুক
যন্ত্রণার প্রহর নীল আকাশে বৃষ্টিতে
গড়ায় ঝরে অঝোর, কেউ কোথাও নেই কেউ—

আমার মন খারাপ, ফিরে যাবোনা এক্ষুণি
যাবোনা ঘরে, ঘরে ভীষণ কাহিনী, শেষ নেই—
পথের ধুলো, যদি না ফিরি? দিবি না তোর কাছে
থাকতে আজ সারাটা রাত? ও ছেঁড়া পাতা, বলো
দেবেনা ঠাঁই? তোমরা ছাড়া বন্ধু কই আজ?
কে ভালোবাসে আমার মন খারাপ হলে শুধু
তোমরা ছাড়া? ঘুমোই আজ ধুলোয় পাতা ঢেকে।

এক রাত্রি

শব্দেরা ঘুমোয় ছন্দ চিত্রকল্প ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা থাকে ঘুমে
তুলিনা ওদের ডেকে বরং নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিই
তারপরে পথে যাই মেঘের তলায় যাই কালভার্টের নীচে
ভাঙা ব্রীজে নদী তীরে অরণ্যে পাহাড়ে ধূর্ত ফেরেব্বাজ জলে
শব্দেরা ঘুমোয় ছন্দ চিত্রকল্প ধ্বনি, আমি কিছুতে ভুলিনা
পাগলের মত ঘুরি পাগলের মত ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরি
জাগাইনা ওদের ঃ কাঁপে শাদা পাতা কলম আঙুল
নিরাশ্লেষ রাগরসে ভেজে রাত্রি বনপথ কবির হৃদয়॥

মনে নেই

ধ'রে রাখতে পারলে বড় ভালো হতো স্তব্ধ করতলে
ওই মুখ ও মুখের গম্ভীর প্রতিভারেখাগুলি
ভালবাসতে পারলে বড় ভালো হতো এ হৃদয়তলে
ও হৃদয় হৃদয়ের অনন্ত অকূল ধূ ধূ জল।
কিন্তু ধ'রে রাখা যায় না, ভালবাসাও তাকে কোনোদিন
যতো পাতো করতল ততো ঝরে পথের ধুলোতে
যতো ভালবাসতে যাও ততো সরে দিগন্ত ছলকায়
এরকমই গল্প সব। কোথাও অদৃশ্য নদী তার তীব্র স্রোত
প্রতিমুহূর্তেই ভাঙছে দুটি পাড় তীরের সুতীব্র জনপদ
সংসারের তামাশার তামাম শরীরে শব্দ ক'রে।
আগুন চিতার ছাই পায়ে মেখে বুকে উঠে আসে
যে, সে কারো কোনোদিন কিছুই রাখেনি গোপনীয়
ভোলেনি সে শিকড়ের অন্ধ খিদে মুঠোর পিপাসা
স্বপ্নের সঞ্চয়গুলি উঁচু নিচু গিরি গুহা টিলা।
আমি কি দেখেছি তাকে সশরীরে? চোখের বিদ্যুতে? মনে নেই।

চিরন্তন

ফিরে এসো লিখেছি খাতায়
ফিরে এসো ভাসিয়েছি জলে
ফিরে এসো ভেঙেচুরে যায়
ফিরে এসো ফিরে এসো বলে

একটি নদীর ভীরু তীর।

ফিরে এসো পৌরাণিক শ্লোক
ফিরে এসো একালের ভাষা
ফিরে এসো আচ্ছন্ন কোরক
ফিরে এসো নিরঞ্জন আশা

নিয়ে জাগে হৃদয় অধীর।।

স্রোত

আমরা মেনে নিই বিনীত নতজানু
আমরা জেনে নিই নম্র অবনত
আমরা চেয়ে থাকি প্রত্যাশায় ভীরু
আমরা প্রাণপণ সবই তো ভুলে যাই

অন্য পথ নেই আদিম ইতিহাস
অন্য কিছু নেই এ স্রোতে ভাসমান
সামনে গূঢ় পীঠ পিছনে নীল খাদ
আমরা বসে আছি কেন তা জানিনা

আমরা মায়াজাল স্বপ্ন বিভ্রম
আমরা সমারূঢ় অনির্বচনীয়
দাহিকাশক্তির শ্মশান চণ্ডাল
আমরা ব'সে আছি ঃ কোথাও ত্রাণ নেই।

তীরে

আরম্ভের প্রান্ত থেকে পিছু পিছু এসেছি এখানে।
অথচ চিনিনা? মাঝে মাঝে যেন দেখা হয়েছিল
কথাও বলেছি হয়তো অবসন্ন আতিথ্য নিয়েছি
দুঃখের নিবিড় রাতে হাতে হাত রেখেওছি যেন
তবু কিছু মনে নেই, সে সবের বস্তুপ্রতিরূপ কিছু নেই।
শুধু মেঘ ক'রে আসে হাওয়া বয় বিদ্যুৎ চমকায়
বৃষ্টির বিষাদরেখা এঁকে যায় সায়ন্তনী মুখ
পরিচিত অনুভূতি নিংড়ে নামে অননুভবের
অশ্রুবাষ্প অন্ধকার অনপনেয়র ব্যাকুলতা।
কিছুই সহজ নয়, টলোমলো শিশিরবিন্দু ও
জীবন তো মুঞ্জাঘাস, সমর্পণসম্ভব বেদনা
কোথাও দেখিনা, শুধু স্পর্শাতীত চকিত চুম্বনে
সসাগরা এ জীবন জোয়ারের জলে ভেঙে চুরে
পরিণামহীনতায় ভেসে যায়, তীরে থাকে আমার কঙ্কাল

যেতে যেতে

তোমাকে ডাকেনি কেউ তবু অত দূরে গিয়েছিলে।
দেখোনি পথের ধুলো হেসেছে চিবুকে চুলে লেগে
নিষিদ্ধ নদীর তীরে কেড়ে নিয়ে গেছে হু হু হাওয়া
তোমার কৈশোর স্বপ্ন পাপবিদ্ধ যৌবনের দিন—
তোমাকে চেনেনি কেউ।
বিষাক্ত পাতারা উড়ে উড়ে
ভরেছে সর্বাঙ্গ একা লতাগুল্মে জলজ উদ্ভিদে
ছেয়েছে ক্ষতি ও ক্ষয়
ভয়! কেন ভয়? মনে মনে
জয়ের প্রত্যাশা ছিল? তোমাকে ডাকেনি কেউ তবু
সমস্ত জীবন মুচড়ে বেঁচে ওঠো নিষিদ্ধ দুয়ারে
কাঙালের মত একা—তোমাকে বলেনি কেউ কিছু
তীব্র অনুসরণের আনুগত্যে শরীরের ছায়া
সমস্ত ভুলের পাশে গিয়েছিলে তুমি তীব্র ক্রোধে
ভেবেছ তর্জনী নেই নিষেধের—
এখন বয়স
মাঝে মাঝে মনে ঢুকে তুমুল ভর্ৎসনা করে
আর তুমি হাসো
পথের ধুলোর মতো ঝ'রে পড়া পাতাদের মতো
কেউ না কিছু না হাওয়া তবু চমকে ওঠো
যেতে যেতে
সত্তা স্মৃতিভুক নয় ব'লে
তোমাকে ডাকে না
কোনো জন্মজন্মান্তর কোনো দুঃখ জয় পরাজয়।

সর্বস্ব

কোনো কথা শোনোনা আমার
তবুও তোমাকে সব বলি।
কোনো ব্যথা বোঝোনা আমার
তবুও তোমার কাছে যাই।
সারাদিনমান পথে ঘুরি
বুকের-পাঁজর জ্বেলে রাতে
অন্ধকারে যে নৌকো ভাসাই
তুমি তার কর্ণধার তবু
হাঙরে কুমিরে ছিঁড়ে দেহ
টুকরো হয়ে যায় পটাতন
আকাশের ভীষণ কিনারে
ঝাঁপ দেয় অবরুদ্ধ মন।
কোনো কাজে লাগলে না, তবু
আমার সমস্ত কাজে তুমি
কোনো কথা শুনলে না আমার
আসল কথাই আছে বাকি।

দহন

কবি কি সব বুঝতে পারে? সব?
তাই পাথরের মধ্যে কলরব?
তাই ছুঁতে যায় আকাশ মাটির ঠোঁটে
অমর্ত্য প্রেম? আগুনে ফুল ফোটে!
স্তব্ধ ব্যাকুল কি এক কানাকানি
তারায় তারায় ছড়ায়—তা কি জানি।
সব বুঝে সব জেনেও তাকে তবে
বলতে হবে নীরব পরাভবে
আছে আছে সব আছে সব আছে
তোমার হাতে এবং আমার কাছে—
পুড়তে পুড়তে উদাস আত্মহারা
বলতে হবে : দাঁড়াও আছো যারা
দাঁড়াও শোনো আমার কথা শোনো
দহন ছাড়া বিকল্প নেই কোনো।

দুঃখে

দু'হাতে সে সরিয়ে রেখেছে
তাই মুখ গুঁজে প'ড়ে ওই টান টান রাগ
নিরেট অস্থির দ্যুতি ছলকানো জীবন
দু'পায়ে সে মাড়িয়ে গিয়েছে
বিষাক্ত বর্ষায় বিদ্ধ হিমে নীল শান্তি নীরবতা।
নিজস্ব দুঃখের কাছাকাছি
সে কেন এমন একলা, একা?
সে কেন এমন ঠান্ডা স্থির?
সমস্ত নক্ষত্রসভা প্রশ্ন করে
নিচু মুখ, চোখের জমিতে জল, হেসে
সে শুধু অস্তিত্ব মুচড়ে দীর্ঘ ঋজু দুঃখে নেমে যায়।

বেলাভূমি

যা হলো না যা হবে না যা হবার নয়
তার জন্যে অলৌকিক এতো অপচয়!
জীবন মৃত্যুর প্রান্তে দুঃসাহসে একা
ঝুঁকে রইলো নিজেই নিজের সঙ্গে দেখা
করবে ব'লে! প'ড়ে রইলো আলো অন্ধকার
পদ্মের পাতার জলবিন্দু যেন—তোমার সংসার।

যা হলো না যা হবে না যা হবার নয়
তার জন্যে দু'মুঠোতে ধরেছো সময়?
পূর্ণতা শূন্যতা কাঁপে তীব্রতম রাতে
তোমার গমনপথে অপার্থিবতাতে

বস্তুতঃ এক একটি দুঃখ যেন বেলাভূমি
অফুরন্ত সমুদ্রের—সে কি নও তুমি?

প্রবাদের পাখি

সন্ধিলগ্ন মাঠে মাঠে ছিল তার
প্ররোচনাপ্রিয় অপর্যাকুল স্মৃতি
থরো থরো ব্যথা অতনুসংহিতার—
সে কি জানতো না স্মরগরলের রীতি?

সে কি জানতো না তখনো তৃতীয় পাঠ?
মাঠে মাঠে সে কি ছড়ানো বহুব্রীহি
পেরিয়ে গিয়েছে রাত্রির চৌকাঠ
ছোলাডাঙা থেকে তীব্র কেঁদুয়াডিহি

ক্রুদ্ধ দিনের জলে ঝড়ে স্মৃতিভুক
লোকগীতি হয়ে ওঠে বেদনার নট
হুমড়ি খেয়েছে কবন্ধ কৌতুক
আজ ভুলে যাওয়া বিষ্ণুপুরের পট

বস্তুতঃ তাকে বেছেছেন ঈশ্বর
সন্ন্যাসী আর গৃহীর মধ্যিখানে
নামকেয়াস্তে নতুনচটির ঘর
একটি শিকড়ে ধরে রাখে প্রাণপণে

মাঠেরো অধিক মাঠ পড়ে থাকে তার
ঘরের অধিক ঘর পড়ে থাকে। তাকে
আরেক আকাশ আরেক মৃত্তিকার
প্রবাদের পাখি কবিতা পড়তে ডাকে।

হাওয়া

দুটি একটি পাতা
একটি দুটি ফুল
এক চিলতে ছায়া
সামান্য রোদ্দুর
কুড়োতে কুড়োতে
নেমেছে গোধূলি!

এক আধটি ভুল
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে
আগুন শ্রাবণ
কে নিয়েছে মন
কে দিয়েছে মন

ভেজা রাত কাঁপে
চোখের পাতাতে
কেউ না কিছু না
কেউ না কিছু না
শুধু বয় হাওয়া
শুধু বয় হাওয়া

হাওয়া? শুধু হাওয়া?

খোলা মুঠি

এই দেখ দুপুরের পথ
এই দেখ বিকেলের ছায়া
নদীর কিনারে নিচু জবা
আমি কিছু রাখিনি মুঠোতে

ভালবাসা, তোমাকে এখন
বলো, দিয়ে যাব কার হাতে
কোথায় সে সোনার পিঞ্জর
বলো, নীল নিবিড় আকাশ

আমি আর লিখবোনা নাম
আমি আর বলবোনা নাম
আমি আর নেবোনা যে নাম
ও গোধূলি, ও রক্ত গোধূলি

এই দেখ দুপুরের ক্লাস
এই দেখ বিকেলের সিঁড়ি
দেবদারু শিরিষ সেগুন

আমি কিছু রাখিনি মুঠোতে।

শ্লোকোত্তরা

কোনো কোনো কবি কবন্ধকৌতুকে
কালিমাখা হাত রেখেছিল একদিন
তুমি সে লজ্জা ধুয়ে ছিলে মনোদুখে
কে যেন লেখেনি শোধ করে দিতে ঋণ

কোনো কোনো কবি কুৎসিৎ ইঙ্গিতে
রেখে গিয়েছিল অপঘাত অপমান
তুমি সে গ্লানিও দুটি হাতে মুছে দিতে
সবুর করোনি ঃ পৃথিবীর সম্মান

কোনো কোনো কবি খেয়েছে তোমাকে ছিঁড়ে
দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই সব কেউ কেউ
তুমি সে রক্তক্ষত চেপে রাতে নীড়ে
আলাপ করেছো অলখ এস্রাজেও

দেখেনি ওমুখ আজীবন কোনো কবি
শুধু শুধু তার শব্দে ছন্দে ভরা
অর্বাচীনের মতো দিন রাত সবই
তুমি ভুলে যাওয়া প্রতিভা শ্লোকোত্তরা

তোমাকে লুকিয়ে

তোমাকে লুকিয়ে এই ক'টি
সুখ দুঃখ রেখেছি এখনো
এ সংসার এ নতুনচটি
প্রাকৃতিক কয়েকটি বন্ধনও।

জানি সব দিয়ে যেতে হবে
তবু নামে কয়েকটি শিকড়
তবুও দু'একটি পরাভবে
প'ড়ে থাকে ছেঁড়া পাতা খড়।

ঝ'রে গেল একটি একটি ক'রে
এখন কিছুনা। শুধু হাওয়া
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ এ অম্বরে
মেঘে মেঘে আছে সব ছাওয়া।

যৎসামান্য রেখেছি লুকিয়ে
তুমি লুব্ধ নিষ্পলক চোখে
দেখছো! যেতেই হবে দিয়ে।
আপাততঃ ভালোবাসি ওকে।

যেতে যেতে

যেতে যেতে চোখে প'ড়ে যায়
লজ্জায় কুয়াশা এসে ঢাকে
সংকোচে গুটিয়ে যায় হাওয়া
ব্যথিত বিষণ্ণ বৃষ্টি কাঁপে
শুধু উদাসীন সারাদিন
চুপচাপ কিছুই বলেনা

যেতে যেতে মনে পড়ে যায়

পথের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা
জল—এই পৃথিবীর নয়
পথের ধুলোয় কণা কণা
সোনা—এই পৃথিবীর নয়
মণিময় বালিতে বালিতে
ভালবাসা—পৃথিবীর নয়

যেতে যেতে কি ব্যাকুল ডাকে!

আমাকে তোমাকে আর তাকে!

দেরি

এই শেষ আর কিছু নেই আর কোনও কিছু নেই।
শুধু অঞ্চল স্থির প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ তার ছায়া
কাঁটালতা ফণিমনসা উইঢিপি ঘাসের জঙ্গল
জলজ উদ্ভিদ শ্যাওলা দমবন্ধ পুরনো পুকুর
ভয়ের দুপুর সন্ধে অন্ধকার নদী ধূ ধূ বালি
তীরে সরু শাদা পথ শিমুল শাখায় পেঁচা ঃ ঠিক
রহস্য গল্পের মতো।
বহুদিন পরে ফিরে এলে।
চেনেনা এখন কেউ, এখনো তো জোনাকির ঝাঁক
রয়েছে হিজল গাছে বাঁশবনে বাতাসের শিস
সাপের নিঃশ্বাস বুনো তুলশীর তলা
ঘন অন্ধকারে—কই চিলেকোঠা সেই চিলেকোঠা
শিকড় জড়ানো সেই চিলেকোঠা?
বড় বেশি দেরি করে এলে
সমস্ত গল্পের রেখা মুছে যায়। একদিন। কিছুই থাকেনা।

অবুঝ

কে কার ধরেছে হাত আমি বুঝতে পারিনা এখনো
কে কাকে ডেকেছে সেই কবে কোন প্রবল প্রত্যুষে
কে কাকে নির্মাণে ব্যস্ত? কে যে কার অন্তর্নিহিত!
মূর্খ। মনে করি এই আত্মহত্যা নিয়ে আসবে তাকে
মৃতের নিকটে, নিজে হাতে জ্বালবে স্বে মহিম্নি চিতা
উন্মাদ। ভেবেছি তাকে এভাবে আহুতি দিলে, এসে
নেভাবে যজ্ঞাগ্নি, পূর্ণ হবে ব্রহ্মকর্মসমাধানা।
কে কাকে কৃতার্থ ক'রে করুণায় দুরূহ ভিখিরী
জানায়নি প্রচ্ছন্ন শ্লোক স্তব্ধ স্তব শালুমোড়া পুঁথি।

ভালো লাগে

চুপ ক'রে থাকতে ভালে লাগে।
তুমি বলো তুমি বলো তুমি।

চুপ ক'রে থাকতে ভালো লাগে।
কথা বলো গন্ধেশ্বরী নদী।

চুপ ক'রে থাকতে ভালো লাগে।
কথা বলো কংসাবতী নদী।

কথা বলো কথা বলো তুমি।
আমি ব'সে থাকি চুপ ক'রে।

ছন্দজ্ঞান

আমাকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছো শারদীয়াতে
মাত্রাবৃত্ত নাকি তা পয়ার? এ চিঠি লিখেছে
যে মেয়েটি সে যে কী করে এম.এ.-তে ভর্তি হলো!
আর তুমি কবি ছন্দজ্ঞানের ধারেই গেলেনা?
ভালবেসে ফেলা কী ক'রে এমন সহজে ঘটে!

এই ঘটে। একে বিরোধাভাসের রুচিরা বলে
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে
জেগে থাকে চর প্রতিটি প্রহর বৃষ্টি পড়ে
স্মৃতি ভারাতুর দুর্বলতায়, মেয়েটি জানেনা
স্বরবৃত্ত কি মাত্রাবৃত্ত, ছন্দে মেশে—

সে ভালো। আলো কি নিজে দেখা দেয় এ পৃথিবীতে?
অথচ দেখায়। আমি আর কিছু ছন্দ নিয়ে
তরুণ কবিকে বলি না। আমার অনেক ক্ষতি
হয়েছে এ নিয়ে। আমি ছেপে দেব কাগজে তবে
বাতিল সাজানো এলোমেলো এই পংক্তি কটি

তুমি তাকে লিখো কোনো বৃত্তেই লিখিনি সখি
মন দিয়ে পড়ো হতে হবে জেনো অধ্যাপিকা।

যমুনা

কেউ কি কাউকে চেনে? তবু পিপাসার
চোখে চেয়ে থাকে চেয়ে থাকে মুখে তার
কেউ কি কাউকে বলে? কোনো কথা? বলে?
তবু হৃদয়ের ভাষা ভেসে যায় জলে
দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে মাঝখানে সেতু
কখনো যাবে না ছোঁয়া কাউকে যেহেতু
একজন চলে যায় থাকে অন্যজন
নিয়ে তার হাহাকার পৌত্তলিক মন
পুরনো নিয়মে শীত গ্রীষ্ম আসে ফিরে
শ্রাবণ কদম কেয়া ঘন মেঘ ঘিরে
একই রীতিতে কেউ পায়না কাউকে
দুজনেরই থাকে ঋণ দুজনেরই বুকে
কেউ কেউ ছিঁড়ে ফেলে কেউ গাঁথে মালা
দুজনই নিয়েছে নিজে হাতে তার জ্বালা
অতীতের পটে আঁকা ছবি হয় কেউ
যমুনা নদী না ব্যথা? তার কালো ঢেউ
তার ঝাপসা কালো জল শতাব্দীর পট
কাউকে চিনিনা আমরা অর্বাচীন নট

এই পথে

কে যাবে এই পথে

রোদের এতো সোনা
ছায়ার এতো ঢল
মেঘের আনাগোণা
নদীর ছলচ্ছল

কে যাবে এই পথে

উন্মনা ভোর থেকে
চৌকাঠে হাত দাঁড়াও
চমকে থেকে থেকে
ব্যাকুল দুহাত বাড়াও

কে যাবে এই পথে

তার চোখে নিমেষে
হারাও তোমার সব
দিনের রাতের শেষে
ব্যথার অনুভব

নৈশ

একজন হাত ধ'রে নিয়ে যায় স্বেচ্ছাচারিতায়
অন্যজন ম্লান ছলো ছলো চোখে ডাকে

নির্বিকার হাওয়া পাশ ফিরে শোয় শুধু
অপরিচিতের মতো মনে হয় বাড়ি

কে আছো ভেতরে খোলো দরজা খোলো শোনো
ঘুমন্ত প্রান্তরে চমকে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় পাতা

ভাঙা মন্দিরের শীর্ষে অশ্বত্থের বিদীর্ণ শিকড়
পরিত্যক্ত ভিটে জুড়ে সাপের খোলস কাঁটালতা

কোথাও কি অবসান ঘোষণা হয়েছে
অপরিণামের দিকে অচিরাচরিত?

আমার? আমার কথা? কিচ্ছু মনে নেই?
স্তম্ভিত পাথর ভুল বৃষ্টি স্বচ্ছ স্বাভাবিক শেষ

টলোমলো এ জীবন চোখের জলের শাদা ফোঁটা।

ডাক

আমি তোকে ডেকে নেবো।

কতোকাল আসেনা যে ডাক!
শুধু সেই বাণীহীন বেদনা সবাক
হু হু ক'রে ভেঙে যায়
তাকে।

কাকে? আমি চিনি না কি? শুধু

তার দু'চোখের জল ধূ ধূ
করে দেখি আলোতে ছায়াতে।

আমি তোকে ডেকে নেবো
আমি ঠিক ডেকে নেবো তোকে

উঠোনে ঘরে ও দোরে হিমেনীল হাওয়াতে লুটোয়।

পাতার মর্মরধ্বনি

তুমি তো লেখো না চিঠি। খুব কম। তবু
মনে মনে আশা করি যদি আসে বিজয়ার প্রীতি
যদি আসে দুটি তিনটি মুক্তোর মতন
পংক্তি।
আমি এই দূর মফস্বলে একা।
চিরকাল। তুমি কবি, আমার প্রথম কবি তুমি
যাঁর কাছে দাঁড়াতাম মাথা নিচু গ্রামের কিশোর
যাঁর কাছে জানাতাম আমার স্পর্ধার কান্না লিখে।
কলেজের ক্লাস, বাইরে ঘন রোদ, সেগুনের বনে
বৃষ্টি, ঘরে ফিরে জ্বর কবিতার কান্নার প্রহর
প্রতাপবাগান স্তব্ধ দোতলার ছায়াচ্ছন্ন সিঁড়ি
লাল সিঁড়ি বেয়ে ছোট বারান্দার ঝুলন্ত অর্কিড
ডাইনে ঘর কী নিখুঁত সাজানো টেবিল
তুমি বসে লিখছো
স্নেহকণ্ঠ, রবি! এসো—এসো
এখন সমস্ত ছবি, ধুলোধোঁয়ায়, দূরের দরজা।
এখনো বাঁকুড়া জুড়ে ক্রান্তিসূর্য আগুন ছড়ায়
বাইরে তাড়িখোর তাল খেজুরের উপজাতি, ঘরে
সাজানো তোমার বই তেপান্তর স্বকালপুরুষ
উজ্জ্বল ছবির নীচে বিস্মরণ—এই মাত্র, আর
হাতে পাইনি, দেখা হয়নি, দেখা হয়না কতোকাল হলো
কতো কাল স্যার বলে ডেকে চমকে দিয়ে
পথে ঘাটে প্রণাম করিনি
কলকাতা যাই না
বাইরে কবিসভা আন্দোলন সব
আমার হাতের বাইরে স্পর্শাতীত
ঘরে
সেই স্পর্ধাভরে লেখা একা একা যৎসামান্য জীবনের কথা
সেই ছায়াচ্ছন্ন পথে হেঁটে যাওয়া
চমকে ওঠা
স্নেহকণ্ঠে কেউ ডাকলো নাকি!
কলেজ ক্যাম্পাস থেকে পাতার মর্মরধ্বনি চলে যায়
প্রতাপবাগানে।

অন্তর্গত

আমার শিলোঞ্ছবৃত্তি। সফলতা বিফলতা নেই।
তাই এত হাসি মুখ। সমস্ত আকাশ নেমে পড়ে
আমার মাটিতে নিচু, উঁচু হয়ে জনতারা যায়।
নিজের ভিতরে নিজে খুঁজে খুঁজে পেয়েছি সকলই
তাই এত কাঁটা দেয় সারা গায়ে, দিব্য অহঙ্কার।
ধারণা হবে কি ক'রে, যম নেই, নিয়মও তো নেই
আসন ও প্রাণায়াম প্রত্যাহার বহুদূর ধ্যান।
যত চিনি তত বেশি অর্থবান হয়ে ওঠে সব
থেমে যায় পৃথিবীর রূঢ় লুব্ধ মিথ্যে কলরব
আর সেই অন্তর্গত কবি এসে দাঁড়ান সম্মুখে
সবিতৃমণ্ডল থেকে আলো এসে পড়ে তাঁর মুখে।

দম্ভ

কবিতা পড়ুন, বলে মেদ
কবিতা পড়ুন, বলে মেধা
কবিতা পড়ুন, হাই তুলে
বলে এক বাণিজ্যপ্রতিভা

আর আমার বড় ইচ্ছে করে
তখন সজোরে ড্যাশ হেসে
মারি ড্যাশ। পারিনা। সভয়
বলি জয় আপনার জয়।

লিখুন লিখুন ঠিক হবে—
গাড়োলের আপাদমস্তক
তাকাই। হা সম্পাদক। হাসি।
এরই নাম কবির কমপ্লেক্স।

এরকমই দম্ভ। একা যায়
বিষণ্ণ ব্যাকুল পথে কবি
তার জন্যে ও প্রান্তে সে ব'সে
মেলে আছে সজল হৃদয়।

রীতিনীতি

বর্ষা লেখায় মাত্রাবৃত্তে আজও
বাসস্টপে ছাতা নাজেহাল জল পড়ে
এরকম দিনে কি ক'রে অমন সাজো?
তিরিশ বছর আগের পাতাটি নড়ে।

ঝাপসা দুপুর বৃষ্টি নেমেছে ভারি
জলরঙে আঁকা সজল কলেজস্ট্রিট
দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে সব সারি সারি
আমাদের ছিল মাথায় কিছুটা ছিট।

তাই ভিজে সারা—। বাস এলে দুদ্দাড়
ছাগলে মানুষে ঠাসাঠাসি, শুধু জল
ভেতরে বাইরে বুঝি ভেঙে দেবে পাড়
আর ভেসে যাবে এবুকের সম্বল

তিরিশ বছর আগেকার ভেজাস্মৃতি
মাত্রাবৃত্তে এখন লেখে কি কেউ?
বিগত বয়স একালের রীতিনীতি
জানোনা! জানে তো ডালে ভেজা বেনেবউ।

ছন্দে এলে

যখনই ছন্দে আসো
মনে হয় গদ্য করি
মধুর এই যন্ত্রণাতে
দেখি যে রাত্রি ধারা
চলেছে অনন্যোপায়
যেন এক স্বৈরিণীকে
ভাসাতে মন্দমতি
তির্যক অব্যাহত।
যখনই ছন্দে আসো
মনে হয় মুক্ত করি
দুহাতে বন্দি করে
ভয়ানক সর্বনাশে
সুনিবিড় সঙ্গোপনে
পিপাসার বিশ্বমুখী
অগোচর দৃশ্য থেকে
শুষে নিই পদ্মমধু।
যখনই ছন্দে আসো
সারা মেঘ বজ্রে কাঁপে
মাটিতে বৃষ্টি রেখা
দিশাহীন অঙ্গগুলি
মায়াময় অগ্নিমালায়
যেন এক মন্ত্র বলে
খুলে দেয় ব্রহ্মকমল
আমাকে দিগ্বিদিকে
কখনো শূন্য ক'রে
কখনো পূর্ণ ক'রে।

জাতিস্মর

পুরনো বন্ধুর মুখে লেগে আছে পৌত্তলিক দিন
দ্বারভাঙা বিল্ডিংস, স্বপ্ন, ভালোবাসা, কলেজস্ট্রিট মোড়
শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, ট্রাম ট্যাক্সি ডবলডেকার
কফি হাউস, কৃত্তিবাস, যেন প্রাপ্তবয়স্কের সেই
মুখ আঁটা গল্পের বই আজও রক্তে উত্তেজনাময়
বুকের ভিতরে বাইরে পথগুলি পাইপগানের মত গলি
বাসের মোচড় ঘূর্ণী বিপজ্জনক স্মৃতি-শব
কুমোরটুলির মুখ ভীরু কটি না ঘুমোনো রাত
চারতলার হস্টেলের ছাদ থেকে রাতের কলকাতা
পুরনো বন্ধুর মুখে ঃ রাত বাড়ে, রাত বাড়ে, বাঁকুড়া
নিদ্রায় পাশ ফিরে শোয়, স্খলিত পাতার শব্দ হয়
পেঁচা ডাকে, শেয়ালও কি? কোথাও কি নদী
স্বপ্নভারাতুর নদী জেগে আছে? এখানেও রবি?
এখনো? জানিনা। চাঁদ ডুবে যায় ছাদের কার্ণিসে
অশরীরী জ্যোৎস্না মুছে নেয় সব স্মৃতিকলরব
মৃত্যুর মতন স্তব্ধ তীক্ষ্ণ তর্জনীর মতো শেষ স্বগতোক্তির উপরে
গল্পের সমাপ্তি চায়—জীবনের আশ্চর্য গল্পের
অগ্নিমুখী সিগারেটের টুকরোগুলি প'ড়ে থাকে ছাই।

লেখা

কিছুই পাবে না খুঁজে। কোনোখানে লেখা নেই। উই
কাঁটালতা ঘন ঘাস পোড়ামাটি টিলা।
হাড়ের ভিতরে দুঃখ পর্যাকুল। ব্যর্থতাব্যাকুল
ফিরে যাবে—হু হু হাওয়া কিছু দূর যাবে—
সঙ্গে সঙ্গে। পড়ে থাকবে শাদা হাড় ছাই
কিছুই পাবে না খুঁজে। যা চাও তা লিখিনি কখনো!

হাঁটা

সামান্য সেই পথ
আমরা হেঁটেছিলাম।

একটি দুটি সিসু
একটু ধূসর ছায়া
বিশ্বাসী নিঃশ্বাস

আমরা হেঁটেছিলাম।

হয়তো ঝরেছিল
একটি তৃণের চোখে
শিশির ফোঁটা ফোঁটা

সকাল বলেছিল
দুপুর বলেছিল
বিকেল বলেছিল

এসো, আবার এসো

সামান্য সেই পথ
যৎসামান্য পথ
শরীরময়তায়

আমরা হেঁটেছিলাম
আমরা হেঁটেছিলাম।।

জানিনা

আমারও যাবার কথা ছিল
ওই ভাবে বিদ্ধ হতে হতে
নিরুচ্চার প্রেমের ভিতরে

আমারও বলার কথা ছিল
এ জন্মের বিনিময়ে দাও
আর একটি জীবন শুধু ফিরে

আমারও বুকের মধ্যে ছিল
সেই প্রেম সেই একই প্রেম

কেন ছিল! এখনো কি আছে!

জানিনা। কেবল কষ্ট হয়।

হাওয়া এসে

মাঝে মাঝে হাওয়া এসে কাঁপায় এ কালো যবনিকা
চকিতে কাউকে যেন চোখে পড়ে স্বপ্নের মতন

এপারের মাটি যেন দুলে উঠে আকাশও অস্থির
নিমেষের মধ্যে কেউ চরাচরে নামায় শ্রাবণ

তখন এ প্রিয় নাম প্রিয় রূপ মাটিতে গড়ায়
আমি উঠে চলে যাই নির্দ্বিধায় মনোহীনতায়

আমার সহস্র চক্ষু জ্বলে ওঠে হাজার শিকড়
অনন্ত আনন্দ ব্যথা অফুরন্ত প্রাণের প্রবাহ

মাঝে মাঝে হাওয়া এসে ব'লে যায় বেলা হল ওঠো
স্নায়ু-শিরা-ব্রণ-হীন আমার আনন্দ দুলে ওঠে।।

বিকেলের কবিতা

বড় তাড়াতাড়ি এলে সোনার কলস থেকে ঢেলে
সমস্ত আকাশে লাল মাটিতে পাতায় তীব্র লাল।
অসংযত হাওয়া তুলে কোথাও কি যেতে যেতে ভুলে?
আমি তো প্রস্তুত নই, এক শূন্য দুপুরের জাল
পূর্ণ করে তুলেছিল, বিকেলের কথা জানো, মনেই ছিলো না।
স্তব্ধ হয়ে থাকো, আমি কিছু কথা তুলে নিয়ে আসি
তুমি লালে ঢেলে দেবে নেবে মেঘ আকাশের ডানা
বিশ্বাসের সসাগরা দুঃখের প্রসন্ন করতল—
বড় তাড়াতাড়ি এলে, সত্তা ছাড়া কিছু ঘরে নেই।

অনীশাত্মা

বলেছি তো আমি নিচু হয়ে কিছু
কুড়িয়ে নেব না ঈশ্বর
পামীরপ্রমাণ অভিমান থাক
অনন্তকাল মধ্যে
কোটি কোটি বার ফেলেছি পোষাক
পথে পথে জরাজীর্ণ
করজোড়ে ভীরু চেলা চামুণ্ডা
চেঁচিয়ে করুক উল্লাস
আমি তো এবারো রাখিনি কিছুই
নিঃস্ব সর্বস্বান্ত
হেঁটেই এ পথ ঋজু চলে যাবো
ধ্রুবতারা ঠিক জ্বলবে
পাশে পাশে যাবে সঙ্গে সঙ্গে
মানুষের চিরধর্ম
আমি ঠিক গিয়ে পৌঁছোব দেখ
একদা পথের প্রান্তে
না হয় একটু দেরি হতে পারে
না হয় কিছুটা ভ্রান্তি
না হয় ক্লান্তি ঘিরে দিতে পারে
হতে পারি অবসন্ন
তবু পৌঁছোবো তবু পৌঁছোবো
অভিমানে অবিনশ্বর
ফিরিয়ে দেবোই দিয়েছো যে বিষ
ব্যথাতুর অনীশাত্মা।

গেরুয়াতিমির

পারিনি রাখতে কোনো কিছু
মুঠো খুলে কেড়ে নিয়েছো সব
প্রার্থনাগুলি নিরর্থক
জলে ভেসে গেছে আবহমান

রেখে গেছো শুধু আমাকে এই
যেখানে মাটিতে বিষ উদ্ভিদ
আকাশে হিংস্র বজ্রাঘাত
চারিদিকে নীল শূন্যতা

ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁপে তীব্র স্রোত
পাঁজরের দাঁড়ে রুদ্ধ চাপ
দূর দিগন্তে অতল টান
কপটতা আর প্রতারণা

চলে গেছো রেখে আমাকে এই
মৃতদের দেশে পিপাসাময়
আশ্লেষে গাঢ় তুষারপাত
আগুনের শিখা নীলাঞ্জন

পোষাকের পর পোষাক দাও
ছিঁড়ে ফেলে যাবো এলোমেলো
দেখাবো অমল ব্যাকুল ত্রাস
গেরুয়াতিমির পুঞ্জিত

ঘর

সামান্য ঘর ছোট একফালি দাওয়া
উঠোনে একটু পাতাবাহারের হাওয়া
শাদা হয়ে আছে খুদে টগরের ডাল
পাশে হাসে খুব টকটকে জবা লাল
মাধবী মালতি উঠে গেছে পাশাপাশি
বাগানের পথে ঝরাপাতা রাশি রাশি
আলো ছায়া কাঁপে জ্যোৎস্নায় রোদ্দুরে
এলোমেলো হাওয়া বলে যেতে খুব দূরে
গোধূলির মতো, ছাদ থেকে মাঠ ধূ ধূ
মাঠের ওপারে আকাশ নেমেছে শুধু
নেমে উঠে গেছে আবার গিয়েছে নেমে
পায়ে চলা পথ সবুজ সোনালী ফ্রেমে
কোথা গেছে? কোনো ভাঙাচোরা ভীরু গ্রাম?
ভুলে গেছি আমি, একদিন জানতাম।
সামান্য ঘর শান্ত সারাটা দিন
দুজনে দুরূহ শোধ করি কিছু ঋণ
কোনো জন্মের ক্ষতিপূরণের লোভে
সনাতন চাঁদ সূর্য ওঠে ও ডোবে
একটি ভয়ের গল্পের মতো, আর
ছায়া মেঘ ছায়া মেঘ ছায়া কাঁপে তার

মোহনামুখী

আমাদের মনে পড়ে সব।
কিছু নেই আজ কিছু নেই
সব ক্ষয় সব ক্ষতিতেই
বহু বছরের ধুলোবালি
বাকি সব খালি সব খালি

মাঝে মাঝে স্নেহকলরব।

নদী চ'লে এসেছে নিকটে
দূরত্ব বেড়েছে দুটি তটে
সমুদ্র আকাশ একাকার
কোনোখানে নেই মনোভার

শুধু এক গভীর গুজব

উঠে আসে আজও নিম্নচাপে
জলে ঝড়ে মেঘের প্রতাপে
কেঁপে ওঠে ফেঁপে ওঠে ঢেউ
কেউ নেই কিছু নেই কেউ

এই সব কঠিন বাস্তব।

আমাদের মনে পড়ে সব।।

পাতাল পুরাণ

ছোট ছেলেমেয়েদের দর্শনের ক্লাস নিতে নিতে
স্মৃতি আর প্রত্যভিজ্ঞার পার্থক্য
আমাকে দুহাত ধ'রে দুদিকে টানাটানি করে
আমি আর কোথাও যাবনা যাইনা বললেও
নাছোড়বান্দা বাতাস মস্ত মস্ত জানালায় দরজায়
হু হু করে ঢুকে পড়ে ব্যাকুল বৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় সব
মহাযান শ্রমণের মত আমার আকুলতায়
ভিজে যায় তথাগতের চোখ খসে পড়ে
নীরবতার বর্ম
সৌত্রান্তিক আর বৈভাষিকদের কোলাহল
বাইরে স্তিমিত হয়ে এলে আমাকে তিনি
ফিসফিস করে বলেন, সুজাতা, সুজাতা কোথায়?
জানিনা, আমি জানিনা, আমি জানতে চাইনা—
প্রতারক প্রতারক ব'লে স্মৃতি আর প্রত্যভিজ্ঞার
হাত ছাড়িয়ে আমি নেমে যাই আর নেমে যাই
আর নেমে যাই।

শিল্প

গান্ধাররীতিতে সব নিজে হাতে সাজিয়েছিলাম
যেখানে যা লাগে, শিল্প বিন্যাসের ত্রুটি
ছিলনা, ঈশ্বর থেকে শয়তান অবধি
পরিমিত বোধে ছিল, আমি নিজে যেরকম—
তবু তিনি সব ভেঙে অন্তর্গত ছড়িয়ে দিলেন

আর তাঁর স্পর্শমাত্র শিল্প হয়ে উঠল কী ভীষণ
নিষ্ঠুরতা এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাটুকু তক।

স্যার

ফুরিয়ে যায় বিকেলবেলা মুড়িয়ে যায় ন'টে
কাহিনীহীন গিয়েছে দিন তবুও যেন রটে
কি কথা ক্লাশে বারান্দায়, দেবদারুর ছায়া
কি যেন বলে কি যেন বলে কি যেন বলে আহা
কি যেন! খুব নিরুৎসুক গন্ধরাজ নড়ে
কোথাও কোনো আভাসহীন ব্যাকুল জলে ঝড়ে
কি যেন! ঝরে শিরিষ পাতা। দূরের শুশুনিয়া
জানলা দিয়ে লজ্জানীল। এখানে কোনো হিয়া
গোপনে দিয়ে কাউকে কেউ গিয়েছে চলে। সব
পড়েছে ঝরাপাতায় চাপা সিঁড়িতে, কলরব।
ফুরোয় তার গোধূলিবেলা ফুরোয় তার নদী
ফুরোয় না যে গন্ধম্লান রাত্রি নিরবধি।
সারাটাদিন কখন গেল অন্ধ পাখা মেলে
কি হবে যার যাবার কথা সে গেলে চ'লে গেলে
উথাল হাওয়া পাথাল হাওয়া কোথাও কেউ নেই
বন্ধদ্বার দিগন্তের গল্পে গেছি যেই—
যাবে না? বাড়ি যাবে না? একি ছেড়ে যে দিল বাস!
সারাটা ঝাঁটিপাহাড়ী চেয়ে! কে ফেলে নিঃশ্বাস
ও নদী, মেঘ, ব্যাকুল জল, বৃষ্টিধারা, ও কে?
কে ডাকে ঃ স্যার! গোধূলিবেলা ভীষণ মায়ালোকে?

এবার আমাকে

যে দেখেছে ওই প্রেম কামগন্ধহীন
আমি তাকে রোজ বলি প্রায় প্রতিদিন
আমাকে প্রেমের কবি করো।
আর বেশী বেলা নেই, এ গোধূলি ভরো
তোমাদের ঐ প্রেমে। এবার আমাকে
সত্যি কথা বলতে দাও এই শেষ বাঁকে
আমাকে তোমার কবি করো।

প্রৌঢ়ত্ব

ওরা দুজনেই একা হয়ে গেছে আজ
হাতে হাত যায় পেরিয়ে জীর্ণ সাঁকো
সরু আলপথে বৃষ্টির কারুকাজ
গিরিবর্ত্মের রহস্যময় বাঁক ও।

বর্গীর দায়ে খাজনা হয় না দিতে
ডায়রীতে লেখা ছাত্র আন্দোলন
বিশ্বাসসম্মত হিত বিপরীতে
সমকাল তটে একা একা দুইজন

আজও হাঁটে পথে প'ড়ে থাকে কালভার্ট
আজও হাঁটে পথে দাঁড়িয়ে রেলের ব্রীজ
আজও হেঁটে যায় কেঁদুয়াডিহির মাঠ
খুঁজে পেয়েছে কি আজ ও শেষ নিজ নিজ?

বিকেলের মায়া পত্রে ও পল্লবে
ছায়া ঘনাইছে ছায়া ঘনাইছে ছায়া
সন্ধ্যার ছাদে স্মৃতিস্নেহকলরবে
লুঠ হয়ে যায় অন্তর্গত কায়া

ঘুমে ডুবে যায় আস্ত নতুনচটি
একজন লেখে একজন পড়ে ওরা
দুজনে একাকী, বাগানে শিউলি কটি
রক্তে ভেজায় গুর্জরী টোড়ি ঝোরা॥

বেড়াতে এসে

আমরা নিছক বেড়াতে এসেছিলাম

আমরা নিছক বেড়াতে এসেছিলাম

তোমরা বৃথাই দোষারোপ করছো যে
ও তো স্বেচ্ছায়—ও তো সব কিছু বোঝে

তাছাড়া তেমন—সাক্ষী তো নদীজল
সন্ধ্যার মায়া রাতের চাতুরী ছল

শাদা কাশবন কোজাগর ফিসফাস
প্ররোচিত ক'রে বিছিয়ে দেয়নি ঘাস?

এমন কি ওই টিলার ওপারে তারা
দেয়নি বলছো দেয়নি কি ও পাহারা?

বৃথাই করছো আমাদের দোষারোপ
আমরা কি কোনো প্রমাণ করেছি লোপ?

আমরা নিছক বেড়াতে এসেছিলাম

আমরা নিছক বেড়াতে এসেছিলাম

ছন্দ

যত বলি ছন্দে যাও তত তার পতনের ধ্বনি
কানাকানি করে ঃ একে কোনোদিন সভায় ডেকোনা
আর অমনি জবায় তার রঙ যায় লেগে।
আমি করজোড়ে বলি ঃ শ্লোক দাও আমাকে, আমাকে

মনে পড়ুক

তোমার কথা যখন মনে পড়ে
আকাশভাঙা জলে এবং ঝড়ে
বিদ্যুতে বিদীর্ণ এ হৃদয়
যখন শুধুই ব্যর্থতা ও ভয়

দুঃখে ব্যথায় আকুল হাহাকারে
যখন জাগর প্রদীপ বারে বারে
নিভল বোধ হয় নিভল বোধ হয় আহা
তোমার কিছু হয় না? তবে যাহা
পুঁথির পাতায় সাধুর মুখে শুনি
দশ পা এগোও তক্ষুনি তক্ষুনি?
চতুর্দিকে অথৈ জলরাশি
যখন কুটিল, তোমার মুখে হাসি
কোথায় প্রভু অভয় হয়ে আসে
সুগন্ধ কই আমার চিরবাসে
আনন্দ কই? ভিখিরী রেলভাড়া
পায় না? তুমি দাও না কি তাই সাড়া।

মনে পড়ুক মনে পড়ুক মনে
তোমার কথা বেদনাতুর ক্ষণে
মনে পড়ুক মনে পড়ুক শুধু—
এই তো কৃপা—জীবন করুক ধূ ধূ—।

ছদ্মনাম

তুমি এখানে এসোনা আর আনন্দ
তুমি এখানে এসোনা আর আনন্দ

জানলে আমি যেতাম নিয়ে সমুদ্রে
জানলে আমি যেতাম নিয়ে কনখলও

আসলে আজ গ্রাস করেছে পাইপগান
ত্রাস ছড়িয়ে জাগছে কজন সরীসৃপ

ভালবাসার গল্প নিষেধ ঃ পছন্দ?
শুনলে তোমার কষ্ট হবে ধরিত্রী

আজ আমাকে ছাড়ো না আজ নিরঞ্জন
যার যা মানায়। তাছাড়া নেই প্রারব্ধ?

আজ এখানে আমরা চলো বসবোনা
এখানে চাঁদ উঠবে না আজ বসন্তে

ও দেহ থাক মৃতই পড়ে জঙ্গলে
এমনই আজ এমনই এই বর্তমান

চলো পেরোবে একটি সাঁকো এক্ষুনি
চলো পেরোবে একটি নদী সক্কলে

পেরিয়ে নেবো আমরা সবাই ছদ্মনাম।

সাতটি তারার তিমিরে

"একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।"—

অমলপ্রতীক্ষা চেপে বসে থাকি। পথের শহর
বাণিজ্যে বাণিজ্যে ব্যস্ত। উঁচু নীচু ছাদ বৃষ্টি ছাঁট
মস্ত অজগর বন কলকাতার অপমৃত্যু-চর
ধাবিত রাত্রির নখে ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত ললাট

অমনস্ক ক'টি পাতা শুধুমাত্র কবিতায় ভ'রে
হাজার বছর ধ'রে হাঁটা পথে দুঃসাহসী একা
প্রাকৃতিক স্পর্ধা নিয়ে শুধু দুটি পায়ের ওপরে!
ল্যান্সডাউন রোড, বলো আর তার দেখা

পায় কেউ? আজ আর? পৃথিবী যখন
সচল রেখেছে ওরা, সেই সব শেয়ালেরা, তাকে
আবার এখানে কেন ডেকে আনো দুঃসাহসী মন?
আসেনা সে, আসেনি সে, রূপকথার তেপান্তরে বাঁকে

অমলপ্রতীক্ষা, ক'টি নষ্ট পাতা ওই কবিতায়
অমলপ্রতীক্ষা, ক'টি ভ্রষ্ট দিন রাত্রির সরোদে
অমলপ্রতীক্ষা, জল পড়ে পাতা নড়ে ঝ'রে যায়
অযোনিসম্ভূত এই কলকাতার অর্থহীন বোধে

তাই এ বাঁকুড়া এই পোকাকাটা ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি
তাই এ ভ্রমর কৌটো ভুলে যাওয়া শতাব্দীর পট
তাই এ আজানু মাঠে রুক্ষ কাঁটাজমির আকুতি
তাই এ গান্ধার রীতি ধুলো বালি ঝুরিময় বট

তাই এই বনবাস তাই এই আমার আড়াল
একদা সহস্র পূর্ণ হলে পরে ফিরে যাব ঘরে
সব পাখি —সব নদী—পৃথিবীর সন্ধ্যা ও সকাল
যাবে—আর দেখা হবে কালের ভ্রূকুটি ভঙ্গ ক'রে

হাজার বছর শুধু খেলা করে, যেইখানে, কবি
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে, সব অপরাধ
ঢেকে দেবে ঘাস আর ধুলো আর শিশিরের ছবি
একজন একাকীর চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ

রাত্রির পৃথিবী দিয়ে এত হাঁটা এত অনুভব
আমার শরীর মন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে যদি
তবে এ দারুণ বন বনের ভিতরে মৃত্যু শব
অতর্কিতে অন্ধকার জলের ভিতরে হয় নদী

সেই নদী যার নাম ধানসিড়ি সত্তার শিরা ও উপশিরা
চুপিসাড়ে ট্রাম চলে মৃত্যুমুখী নীল আলো জ্বেলে
আকাশে রক্তের ধারা মুখ ঢাকে বিপন্ন ঋষিরা
আসেনা সে আসেনা সে, বৃথা চমকে ওঠো, এলে এলে!

মনোনয়ন

কাঙালের মতো কবি বসে থাকে।
না কামানো দাড়ি
উস্কোখুস্কো রুখু চুল
খাতা উপচে পড়ে।
উদভ্রান্ত, দুচোখে ঘোর, যেন জ্বর
অথবা মাতাল।
ছেলেকে পড়ানো হয়না, তিনদিন বাজার নেই
কাল ভুলে ফেলে আসা চশমা গেছে
পড়ে আছে ইলেকট্রিক বিল
তরুণ কবিকে ছন্দ মিল বোঝাতে খেতে হচ্ছে দারুণ হিমসিম
বাড়ি ফিরতে রাত হচ্ছে
একা একা
কাঙালের মতো কবি বসে আছে।
বহুদিন পর-
একটি কবিতা মনোনয়নের চিঠি এসেছে, শুধু চিঠি
ছাপা হয়নি অনেক বছর।

বাঁকুড়া কলকাতা জুড়ে

কোথায় সে ভেজা পথ আলতালাল বৃষ্টিভেজা পথ
খ্রীষ্টান কলেজ থেকে চলে গেছে কেঁদুডির দিকে
কোথায় ছুটির ঘন্টা বুকে চেপে ব্রাডলে প্রাইস
হস্টেলের পথে ফেরা, শ্রাবণের সেগুনের ফুল
কে যায় কানকাটা, হেঁটে, জলটাকীর নীচে
কে আছে অপেক্ষা করে, মনে আছে বুড়ো মেহগনি?
ভাঙা মরচে পড়া গেট। কেউ যায় না, দাঁড়িয়ে থাকে না।
পায়ে পায়ে বেজে ওঠে পৌত্তলিক মৃত্যুর নূপুর
অন্যমনস্কের ছায়াচ্ছন্ন পথে, পথ বেঁকে যায়
বৃষ্টি হয়না, সেগুনের ফুল ঝরে না চাঁদমারিডাঙায়
নির্জন টিলায় কোনো দুর্বলতা চিহ্নমাত্র নেই।
সমস্ত খোয়াই স্মৃতি ঝাপসা দিগন্তের নিচু নীল
আস্তে আস্তে কালো হয়, সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসে।

ঘুম আসেনা। রাত বাড়ে। ঘুম আসেনা। রাত্রিচর-স্মৃতি
মৃত ও অমৃত সব বন্ধুদের নিয়ে আসে, যেন খোলা বই
যেন রুদ্ধশ্বাস বই চিলেকোঠার, বাইরে পেঁচা ডাকে
যেন রক্ত চমকে দিয়ে যেন ছিন্ন ক'রে অনুতাপ
যেন অবিস্মরণীয় সব ভুলগুলি জানালায় কাঁপে
রাত্রির তারার মতো, প্রিয়তম প্রতিশ্রুতিগুলি
ছায়াযাদুঘরে এসে ঘনীভূত হয়ে ওঠে ছায়ার পিছনে।

শাদা চকখড়ির গুঁড়ো হাতে মুখে মাথায়, মোহন
রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে, আমি ঝাঁটিপাহাড়ীতে, একা
প্রতিদিন বৃদ্ধ হই, স্মিত হাসি দেখা মাঝে মাঝে
কাগজে সাক্ষাতে, লুব্ধ লোকচক্ষু, কবিতা বিপ্লব
আত্মহননের শিল্প, পা টিপে পা টিপে কেউ আসে
বাঁকুড়া কলকাতা জুড়ে টানা জাল টানা মায়াজাল!

আবহমান

দশকের পর দশক তারপর দশক তারও পর দশক।
ফিরে যাবার সময় কে যেন শুধায়, আপনি?

আমি কেউ না। আমি কারো নই। এমনি এসেছিলাম।

দশকের পর দশক তারপর দশক তারও পর দশক
প্রচ্ছদের পর প্রচ্ছদ মলাটের পর মলাট পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
আপনি? আমার অপসৃয়মান মুখে নিরভিমানের ছায়া।

দশকের পর দশক তারপর দশক তারও পর দশক।
শহরের পর শহর তারপর শহর তারও পর শহর।
আমার কোনো গ্রামও নেই। আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই।

আমার শুধু পায়ে চলা পথ শুধু হাঁটা সেগুনবনের ছায়া
ধুলোর উপর ফুল বালির উপর পাতা জলের উপর সর
নির্বন্ধের মতো পাখি নিরঞ্জন আকাশ।

আমার দশক নেই শতক নেই সহস্র নেই, শুধু আবহমান॥

আমার বাড়ি

তিয়াত্তরের পাঁচ নতুনচটিতে
ঠিকানা এখন।
বাঁকুড়া খুবই শান্ত মফঃস্বল সুন্দর শহর
প্রাচীন মন্দির গীর্জা হিলহাউস পুরনো কলেজ
নির্জন প্রশস্ত রাস্তা দুপাশে সুদীর্ঘ সারি সারি
সেগুন বাদাম শাল হিমঝুরি গাছ
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথি যেন
সামনে পিছনে পৃষ্ঠা নেই
যেন কবি চণ্ডীদাস অন্যমনে হেঁটে চলেছেন
মুখে সুললিত পদ
রাধার ব্যথার
বিষণ্ণ শ্লোকের মালা

মাচানতলায়
মনে পড়ে রাজদুর্গ সুরক্ষিত অটুট প্রত্যয়
কত শত শতাব্দীর
পাথুরে পথের
নির্জনতা ভেঙে যায় যেন অশ্বখুরে
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলো অরণ্যভূমের ঘুম কেড়ে
দিগন্তে মিলিয়ে যায়
যেদিকে আদিম গুগুনিয়া
অথবা নিবিড় ঝিলিমিলি
নাকি মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর?
যেদিকে তাকাই
চড়াই উৎরাই যেন সিঁড়ি উঠে নেমে গেছে উঠে
ধু ধু দিগন্তের প্রান্তে সূর্যোদয় যেন
শ্রীচৈতন্য দ্রুত উর্ধ্বশ্বাসে চলেছেন
এই পথে নীলাচলে একা
এখনো সে আলো ব্রাহ্মমুহূর্ত ছড়ায়
এখনো সে সুগন্ধ ছড়ায় নীলবন
এখনো সে রক্ষ মাম পাহি মাম ধ্বনি
স্তব্ধ করে এ প্রমত্ত মন!
কে যেন শীতের ভোরে কুয়াশায় গন্ধেশ্বরী তীরে
এখনো হাঁটেন তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে আলো ঢেলে পথে
আমি তো চিনিনা ঃ
আপনি? কিঙ্করদা! প্রণাম।
আপনি? রামানন্দ! উনি যামিনীদা!
আমার প্রণাম।
বইয়ের পাহাড় ঠেলে? বিদ্যানিধি?
প্রণাম জানাই।
বিষণ্ণ ধ্যানের মধ্যে হেঁটে যাই
পথে ঝরে ফুল
কাকে যেন খুঁজে খুঁজে কাকে যেন দেখা পেতে চেয়ে—
বাড়ি ফিরতে দেরি হলো?
দুয়ারে দুহাত
শরৎপূর্ণিমা ম্লান ক'রে হেসে মূর্তিমতী ক্ষমা!
জয়রামবাটী তো ঢের দূরে!
তুমি কী ক'রে এখানে এলে ওমা!

গোপন

সব কথা লেখা যায়না
সব গল্প বলা যায় না
সব
সত্য তুলে ধরা যায়না
কষ্ট থেকে যায়
কাকে বলবে এই কষ্ট?
কাকে?
কাকে বলবে?
ধুলো বালি পাতা উড়ে উড়ে
সব সভা সমিতি ভাসায়
নির্বোধ ছাত্রের মতো সারি সারি মুখ
আকাশের ব্ল্যাক-বোর্ডে
লেখো মুছে দাও লেখো
মুছে দাও

সব কথা
বলা হয় না
অথচ বলার
ব্যাকুলতা
কণ্ঠরোধ করে

একদিন
প্রকৃতি নিজেই
ম্যাজিকের মতো
হয়তো কাউকে ডেকে দুহাতে দেখায়
আস্তে ধ'রে ধ'রে।

বন্ধুরা

কেউ এলে ছলাৎ ক'রে ওঠে বুক
কেউ গেলে টলমল ক'রে ওঠে চোখ
কেউ কোথাও নেই শুধু মর্মর
কেউ কোথাও নেই শুধু বৃষ্টি
আবার তাও নেই, শুধু কিছু না থাকার নীল

আমার দিন যাপন।

কারা নিয়ে গেছে কয়েকটি জলমগ্ন ব্যাকুলতা
কারা নিয়ে গেছে কয়েকটি হাড় পাঁজর
এক নিঃশ্বাসে নিভিয়ে দিয়ে গেছে জাগরদীপ
পুঁতে দিয়ে গেছে গভীর পাথরচিহ্ন

আমার বন্ধুরা

তবু তাদের জন্য ছলাৎ ক'রে ওঠে বুক
টলমল ক'রে ওঠে চোখ
উৎকণ্ঠাকাতর পাখির মতো ডানা মুড়ে থাকা দিনযাপন।

চলো যাই

মানুষের মনে পড়ে অনতি-অতীত বর্ণমালা
সুখের দুঃখের রঙ ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যায়
ছায়ার পিছনে ছায়া পড়ে মুছে দেয় শরীরীকে
বুভুক্ষু আগুন তার চোরাস্রোত কিছুতে নেভে না—
তবু থাকে। তবু থাকে। আমরা জানি না, তবু থাকে
স্পর্শাতীত শব্দাতীত শ্রবণ-অতীত থাকে সব।
তাই মৃত্যু শস্যময় তাই জন্ম জটিলতাময়
চলো যাই অন্ধকার যমুনার অধীর সমীরে।

ছুটি

কাল যখন আমার কাছে দরখাস্ত জমা দিচ্ছিল
নিরক্ষর হাওয়া টিপছাপ দেওয়া অন্ধকার
আমি চমকে উঠেছিলুম।

বরফচোখ বড়বাবু আগুনচোখ বড়সায়েব
আমাকে হিম করে যখন
মোটা অঙ্কটা মিলিয়ে দিলেন
আমি ইষ্ট মন্ত্র জপ করছি।

কিছুতেই আজকাল ঘুম আসতে চায়না।
ধুরন্ধর শেয়ালেরা রাতভর চেঁচায়।
চোখ গোল করে গোলমাল করে পেঁচারা।
লোভী শেকড়ের হিস হিস শব্দ।
সারারাত তোরণ বাঁধার কাজ চলে।

আজ থেকে আমার ছুটি
আমি সই করিনি বলার অপরাধে
ছুটি পেয়েছি।

মাকে নিয়ে কাশী যাব।।

দাম

এখন ফেলে দিতে পারি।
এখন মেলে দিতে পারি।
কিন্তু কতোদিন পরে?
তখন দুহাতের মুঠোয়
গ্রাম ও শহরের বজ্র
তখন দুচোখের তারায়
জন্ম মৃত্যুর আকাশ।
অনেক দাম দিতে হলো।
শুধুই ফেলে দিতে এতো?
শুধুই মেলে দিতে এতো!

কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি

প্রতিদিন চোখে পড়ে যেতে আসতে বাসের জানলায়
ধূলায় ধূসর নষ্ট কীর্তিহাস মন্দির সংলগ্ন ভীরু মাঠ
রক্তমাখা ফাটা ইঁট পাঁচিলে চৌহদ্দিটুকু ঘেরা
বটের ঝুরির মতো অধোমুখ ইতিহাস বুকে আঁকড়ে একা
সামনে আটচালা বাইরে টলটলে কাজলকালো জল
রামীর পুকুর। কবি চণ্ডীদাস মাছ ধরতে বসতেন একদা।
ছড়ানো ছিটানো শাল পলাশ গল্পের স্তব্ধ মাঠ
নটে গাছটি আছে ঠিক বেঁচেবর্তে কিংবদন্তী সব
আলো অন্ধকার ফ্রেমে পোকা-কাটা বঙ্গ সংস্কৃতি
অর্ধসত্য ইতিহাসে ছায়াচ্ছন্ন ঘেরাটোপে ঢাকা
ছোট্ট একটি জনপদ কঙ্কাল গ্রন্থির মতো আজো।

প্রতিদিন চোখে পড়ে যেতে আসতে আর মনে মনে
হারিয়ে যেতে মানা নেই পাঁচশো বছরের তেপান্তর
পেরোই ঃ কবিকে দেখি কাষায় চন্দনে পুজো রত
ধ্যানমগ্ন দেবীর সামনে ধূপ পুড়ছে সুগন্ধী সুন্দর
আবার আশ্চর্য ছন্দে সাশ্রুনেত্র আরতি করছেন
নাট মন্দিরের দীর্ঘ চাতালে পিছনে মোড়া হাত
পায়চারী করছেন তীব্র অপার্থিব বেদনার্ত মুখ
যেন কোথা বাঁশী বাজছে অন্ধকার কালিন্দীর কূলে
কোনোদিন লিখতে দেখি, নাগকেশর ঝ'রে পড়ছে পাশে,
মুঠোয় চাঁপার গুচ্ছ রামী আসছে জ্যোৎস্নার মতন
অশ্রুসিক্ত সজলতা অনির্বচনীয় ছন্দে কলঙ্কশীলিত
মুগ্ধ কবি আলোকিত—সত্য করে কহ মোরে কবি—
রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন বৈষ্ণব কবিকে—মনে পড়ে

একদিন বিগড়ালো বাস নেমে পড়তে হলো। পায়ে পায়ে
কবির ভিটেয়, কটি ঘু ঘু চরছে, তাস পিটছে বালাপরা হাত
মন্দির দরোজা বন্ধ বাইরে বেলা-প'ড়ে-এল-জল
রামীর পুকুর, আরো বাইরে মাঠ রূপকথার রুক্ষ কাঁটাজমি
না দেখা কালিন্দী কূল আগুন বিছানো রক্তাশোক
এমনি পলাশতলা অলসগমনা সন্ধ্যাকাশ।

'এই যে এদিকে এসো—' চমকে উঠি। কাষায় চন্দন
দীর্ঘ দেহ দুটি চোখে অনির্বচনীয় সজলতা
ঈষৎ হাসির প্রান্তে ঠোঁট কাঁপছে। প্রণাম করলাম

'আপনি কবি চণ্ডীদাস!' বিস্ময়ে বিহ্বল কণ্ঠ কাঁপে
'আপনার কবিতা বড়ো ভালবাসি' শুনে তাকালেন

'তুমি কি কবিতা লেখো?' মাথা নাড়ি সানন্দ সভয়।
'না হলে কি পড়ে কেউ!' আবার দুজনে পাশাপাশি
হেঁটে যাই—'তারপর কি খবর? কী লিখছ সবাই?
আমরা তো ব্যাকডেটেড পাঠ্যপুস্তকের পাতা ঢাকা
দু একটি বাউল কণ্ঠে শুধু বেজে উঠি মাঝে মাঝে
তারপর, কী লিখছ বলো'—কবি একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন

'এখন তো আধুনিক কবিতার কাল—আপনি এতদিন পর
বুঝবেন কি আলবেয়র কামু কাফকা মান
সমস্ত বিশ্বাস চূর্ণ আমাদের ভয়ঙ্কর বাস্তবতা ধাতব মুঠিতে
কবিকণ্ঠ রোধ করছে দিনরাত ফিরে যাচ্ছে সজল সুন্দর—'

'বাস্তবতা?' চমকে কবি আবার বললেন, 'আমিও তো
ভীষণ বাস্তববাদী কবিতা লিখেছি—তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি 'সবার উপরে সত্য মানুষ' এর কথা'
'কিন্তু মানুষকে কেউ ভালোবাসে? বহুরূপে সম্মুখে তোমার'—

'না, মানে নিজেকে বাসি, নিজেও তো মানুষ, না? বলুন?'—

কবি হেসে হেঁটে যান আমি পাশে, দীর্ঘতর ছায়া
'আপনি তো ধার্মিক সিদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসী কবি তাই
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাধাকৃষ্ণ পদাবলী লিখে অমরত্ব পান—'

'অমরত্ব!' হাসি তার প্রান্তরে গড়ায় 'তবে শোনো
কিছুই থাকে না, তীব্র কালস্রোত, মৃত্যুর মতন সত্য নেই
অভিজ্ঞতা অব্যক্তই, কোনো শিল্প পারে না ফোটাতে
শিল্প দুরারোগ্য ব্যাধি—অমরত্ব পৃথিবীর মানুষ জানো না'

'শিল্পের বিষয় তবে ঈশ্বরই কি? মেঘনাদ বধ পড়েছেন?'

'কিন্তু শিল্প হতে হবে অবশ্যই। কাব্যের কঠিন ফরম। কান
পীড়িত হবে না জ্ঞান তৃপ্ত হবে উদ্বোধিত হয়ে উঠবে মন
সত্যের বিন্দুও মাত্র বিকৃতি থাকবে না—। তা না হলে
এ রস গাঁজিয়ে উঠবে উন্মত্ততা উন্মোচিত হবে
আর তাকে সিদ্ধ বলে পরস্পর পিঠ চুলকে করবে কীর্তন—'

'কিন্তু এর প্রমত্ততা উগ্র প্রবলতা এত ফোর্সফুল যে—'

'শোনো। নেশাকে বলো না সিদ্ধি। অসতীত্ব প্রেম নয় জেনো।
প্রেম সত্যচ্যুত হলে জ্ঞানহীন হলে তার বিকার দেখেছো?
চলেছো স্রোতের মতো কবিকুল তেমনি অজস্র সম্পাদক—'

'আপনার কার লেখা বেশ ভালো লাগে? কোন কোন কাগজ?'

'এসব বিতর্কে ভাই আমি নেই। নিজেই জটিল সমস্যায়
প'ড়ে আছি। লোকে বলে, 'চণ্ডীদাস সমস্যা' জানো তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু যোগেশ রায় বলেছেন—সুনীতিকুমার সাক্ষী—'

'কলকাতা মানে না। আজও তোমাদের পোঁছে? উন্নাসিক।
বিদগ্ধ কলকাতা বড় উন্নাসিক মফঃস্বল হাসির খোরাক—'

ডেলিপ্যাসেঞ্জারবৃন্দ ডেকে ওঠে দিগ্বিদিক থেকে ছুটে এসে
হুমড়ি খেয়ে বাসে ওঠে বাড়ি ফিরতে হবে সন্ধে বেলা
সমস্ত দিনের শেষে হাতে সস্তা সওদা ম্লান মুখ
শিক্ষক কেরাণী কবি ম্যানেজার ছাতাসারা দু একটি ভিক্ষুকও
পুনশ্চ প্রণাম করে দৌড়ে ফিরি, জানালার ফ্রেমে
দিগন্ত ছলকায়, মনে গুনগুনিয়ে ওঠে ঃ 'কে না বাঁশী
বা এ বড়াই কালিনী নঈ কূলে . . . কে না বাঁশী
বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে . . . কে না বাঁশী . . .

সময়

তুমি পাপ পুণ্য কিছু মানো না সে জানি
ধর্মাধর্ম ফেলে চ'লে এসেছ এপারে
অন্ধকারে মাঝখানে ব'য়ে যায় নদী

আমরা রাখিনি কথা, আমাদের প্রেম
চুম্বনরঞ্জিত রক্তে স্মৃতিতে নিঃশেষ
আকাশে নিঃশব্দে জমে শাদাকালো মেঘ।

প্রান্তরে গড়িয়ে যায় এখনো তাকালে
সেই বিদ্ধ নীল ঘোড়া, আকাশে লাফায়
সে এসে আমার পাশে রাখে অভিষেক।

পৃথিবীতে বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে
আতিথেয়তায় উষ্ণকায় সেই নারী
প্রকৃত প্রস্তাবে আজ অধিকার নেই

তাই প্রতিশ্রুতিহীন অঙ্গীকারহীন
এই জন্ম—ক্রোধ নেই কোনো দ্রোহ নেই
অন্ধকারে ব'য়ে যায় জননী জাহ্নবী।

পথে

একদিন ওই পথ গিয়ে মিশেছিল ওই জলে
একদিন ওই জল উঠে এসেছিল এইখানে
তোমার পায়ের পাতা ভিজেছিল, তেমন সজল
কিছুই দেখিনা আর, আজ আর নেই কোনো মানে

এই সব আকাশের পাখিদের প্রজাপতিদের—
আমরা অনেকদূর এসে গেছি হেঁটে পাশাপাশি
নিহিত পথের কোনো শেষ নেই, তবু যেন ফের
ফুটে উঠবেই ঝ'রে প'ড়ে যেতে কাশফুল রাশি।

সত্য

শুধুই মানুষ না, সব কিছু সত্য জেনে কাউকে কখনো
ফেরাইনি শুধু হাতে, তাই এত নিঃস্ব মনে হয়
বহুদূর নক্ষত্রের ম্লান আলো ঝাপসা পথরেখা
নিদ্রায় নিহিত সুপ্ত চরাচর কোনদিকে কোনদিকে?
কোনো শুদ্ধবাক পাখি প্রশ্ন করে, কোথায় কোথায়?
নিদ্রাতুর হাওয়া বলে, কে দেবে উত্তর, সঙ্গী ছায়া
পর্যন্ত উধাও আজ, শুধু জন্মভার মৃত্যুভার
অন্ধকার ঘন করে, মাঝখানে আকাশ নির্বাক
অনন্ত রহস্য রক্তচমকিত দুর্বোধ্য বিস্ময় সুদূরতা।
মাঝে মাঝে ভয় করে নিজেরই অস্তিত্বে সন্দিহান
প্রেতায়িত হেঁটে যাই মনে হয় কাউকে চিনিনা
কাউকে চিনিনি আমি কোনোদিন এমন প্রবাস
গভীর বেদনা দুলে দুলে ওঠে আর সব ভুলের পাহাড়
ভেঙে পড়ে ধুলো হয় প্রতিটি কণায় জ্ব'লে ওঠে
অনন্ত বিরহ আমি কেঁদে উঠি আত্মপরিচয়ে
হেসে উঠি মূর্খতায় মূর্খের মতন কবিতায়
তোমাকে ঢেকেছি বলে তোমাকে এঁকেছি বলে
প্রমত্ত উল্লাসে।

বৃষ্টি

লিখেছো আমাকে নিয়ে! চোখে তার আলো
আমার এ বেদনার বিকেল ভরালো।

অনেক লিখেছো। এসো। হাত ধরো। যাই।
আমার নিসর্গ জুড়ে বাজলো সানাই।

কাকে ভালবাসো কবি? লেখা রাখো, থামো
বৃষ্টি ভালবাসো, দেখ, এসেছে না? নামো।

প্রাকৃতিক

সব উন্মোচন করতে গিয়ে ঝ'রে যায়
বাগানের ব্যাকুল গোলাপ।

সব খুলে দিতে গিয়ে তীব্রতম ভুলে
দুলে ওঠে অন্তিম গোধূলি।

চলো আমরা কিছু ঢেকে রেখে চলে যাই

বিশেষজ্ঞ হাওয়া এসে অক্লেশে বাগ্মিতা
দেখিয়ে বিশ্রাম করে আমার চেয়ারে।

আমি কিছু তুলে রাখতে ছেলেবেলাকার
কুলুঙ্গি খোঁজার জন্যে ছোলাডাঙা যাই।

সেখানে সর্বস্বহারা জরা নিয়ে একা
প্রপিতামহের হাতে লাগানো বৃক্ষটি

কী অদ্ভুত ভারসাম্যে স্তব্ধ প্রাকৃতিক!

আমি বড় জোর

কবিতা লেখার উপযোগী এই দুপুর আমাকে যদি
দেখায় সে তার নূপুর ফেলেছে অনতিঅতীত ভুলে
আমি তাকে বড় জোর দিতে পারি অভিমানী এক নদী
প্রমাণ করতে পারি সংহিতা থেকে শ্লোক তুলে তুলে

ঃ ভালবাসা মানে বিশ্বাস মানে বিশ্বাসপ্রবণতা।

এবং তখনই ঘটে যদি সেই দয়ালু দুর্ঘটনা
এবং তখনই রটে যদি সেই কলঙ্ক দিকে দিকে
আমি তো দেখিনি আমি তো দেখিনি আমি কিছু বলব না
হয়তো সহসা মাত্রাবৃত্তে লুকোনো খাতায় লিখে

রেখে দিতে পারি ঃ ভালবাসা মানে বিশ্বাসপ্রবণতা।

মুখোমুখি

দুঃখের সরোবরে একটি পদ্ম
হাহাকারের মৃণালে ভর দিয়ে
যখন হেসে ওঠে
তখনই সমস্ত অভিমুখিতা
সূর্যসঙ্কাশ হয়ে ওঠে
অকাল বৈশাখীর ঝড়
তাকে তছনছ করতে পারেনা
প্রাকৃতিকতার প্রচ্ছন্ন নিরর্থকতা
টলমল ক'রে ওঠে
ঘাসের শীর্ষে
তারই সঞ্চরমান সুর
তারই বিস্তারলেখা
আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়,
তুমি কখনো না এলেও,
তোমার মুখোমুখি।

সত্তা

আমি ওর হাতে তুলে তো দিয়েছি পুঁথি
সে যদি বাজায় দুটি হাতে মন্দিরা
তুমি তার সেই বিশ্বাসবিচ্যুতি
ধরো না; পাঠিয়ো গোপনীয় গম্ভীরা।

সে যদি আমার নিশান লক্ষ্য করে
চলে গিয়ে থাকে পূর্ণকুম্ভ মেলা
তুমি তাকে তার শাদা হাত দুটি ধ'রে
একান্তে থেকো ভীষণ রাত্রিবেলা।

সে আমার কে? তা জানি না। ভয়েই মরি
গভীর গোপনে লুকোনো এ সত্তাতে
অনন্তকাল ওকে কি বহন করি!
নাকি ও আমাকে? দুজনেই দুজনাতে।

কাব্যতত্ত্ব

এখন মানাবেনা কবিতা যদি
'তোমাকে' নিয়ে আসে কিংবা 'নদী'।

এখন স্মৃতি নিয়ে, অপরিণত,
বেদনা ভালো নয়, যুবার মত।

এখন সত্তার অগ্নিকণা
চেনায় কাঁচ ফেলে প্রকৃত সোনা।

প্রতিটি পদপাতে ছন্দ নাচে
কিছুই দূরে নয় কিছুই কাছে।

মুখ ও মুখোশের মেলায় রোজ
মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব সহজ।

শূন্যতার মাঝে তরঙ্গেরা
এখন বাধা দেয়, যায়না ফেরা।

কোথায় বিরোধের দ্বন্দ্ব! ছাই
ভস্মে ভ'রে দেয় ভুবনটাই।

মেধা ও হাড় পুড়ে অহর্নিশ
ওষ্ঠপুটে বিষ কেবল বিষ।

কোথায় বেজেছিল শুধুই নাম?
ধর্মে? আজ সব অপরিণাম।

আমার মনে নেই, তোমার আছে?
তামস দিনে কেউ ছিল না কাছে।

এখন মানাবেনা কবিতা লিখে
চরকি বাজি ঘোরা চতুর্দিকে।

আজ

কুড়িয়ে নিই আজ বিশ্বাস
কুড়িয়ে নিই আজ সন্তোষ
কুড়িয়ে নিই আজ মুক্তি

উড়িয়ে দিই আজ স্বপ্ন
উড়িয়ে দিই আজ বন্ধন
উড়িয়ে দিই আজ সংসার

জুড়িয়ে যায় সারা জন্ম
জুড়িয়ে যায় সব মৃত্যু
জুড়িয়ে যায় গোটা বিশ্ব

গুঁড়িয়ে যায় শুধু পঞ্জর

১. ভীষণ দরিদ্র দেশ আমি তার গরীব কবি যে
কয়েকটি বিষণ্ণ দুঃখী শব্দমাত্র সম্বল আমার
আমি কোনো মতে নীল গ্রীষ্ম শীত তাড়াতে পারিনা
শব্দের অসাধ্য অন্নজল দেওয়া নিরন্নের মুখে
কবিতা কি নিরাময় করতে পারে ব্যাধি পীড়িতের!

নিরুদ্দিষ্ট যে কিশোর অভিমানে ফেরেনি এখনো
ভাঙাচোরা গ্রামে তার, আমি সেই অন্ধ অভিমান।
ভীষণ দরিদ্র দেশ কয়েকটি বিষণ্ণ দুঃখী শব্দে কিছু হবে!

২. রয়েছে সমস্ত এই দেশের মাটিতে, আমি শুধু
ব্যর্থ উদ্দালক, জল ব'য়ে যায় আল ভেঙেচুরে
আমার চোখের জল অভিমানে নির্জ্ঞান হলো না।

শুধু ত্রাণমহোৎসব বিজয় মিছিলে দিন যায়
ফুলে ওঠে আঙুলেরা ফেঁপে ওঠে হাড় হাভাতেরা
প্রেম প্রীতি করুণার আলোড়নহীন হৃদয়েরা

নির্ধারণ করে সব। ধৌম্য, কোনো আরুণিকে আজ
উদ্দালক করে যেতে অত অসমর্থ! হায় দেশ!

৩. তোমার পাঁজর তলে ঢেকে রাখো আমাদের পাপ
তোমার চোখের কোলে আমার পুঞ্জ পুঞ্জ কালি
তোমার ও বলিরেখা কুলাঙ্গার সন্তানের তাপ
তোমার মাটিতে শুধু বালি বালি রাশি রাশি বালি

স্বর্গাদপি বড় তুমি ঃ স্বর্গে কি বিশ্বাস আছে মাগো
বরং নরক ভালো লাগে তাই করেছি গুলজার
তুমি দূর গ্রামান্তের নদীতীরে কুটিরে যে জাগো
নিরুদ্দিষ্ট কারো জন্যে! চরাচরে স্তব্ধ অন্ধকার!

৪. উপচিয়ে ট্রেনের কামরা চলেছি কলকাতা, হবে সভা
দেখে আসব জলহস্তি ট্রামগাড়ি পাতাল রেল আজ
লাঞ্ছিতা কলকাতা আহা ধর্ষিতা কলকাতা মনোলোভা
ডাঙ্কেল টাঙ্কেল আমরা বুঝি না, দেখাও কারুকাজ

তোমার চোখের দুটি বাহুর স্তনের, এম.এল.এ. রা
গ্রাম থেকে সরাসরি তোমাকে সম্ভোগ করে রোজ
আমরা গুলিতে মরব, হয়ত হবেনা বাড়ি ফেরা
সুদূর নদীর তীরে গ্রাম বাংলা নাই পেলো খোঁজ!

৫. এভাবে বলিনি তাই বোঝোনি আমার অভিমান
খরায় জ্বলেছো জলে ভেসে গেছো পুলিশী গুলিতে
সাট্টার উল্লাসে তীব্র দীক্ষাভারে অন্নজলহীন
এ ভাবে বলিনি, তাই লতাপাতা ঢেকেছে ও মুখ

বড় অপরাধ এই ভাবে বলা সত্য বলা জবালা জননী
তাই কবিতার নদী বালির চিতায়। দুটি পাখি
স্তব্ধবাক। পথে পথে ছায়ামূর্তি সকুঠার ফেরে।
যে কোনো কবির জন্যে কলকাতায় তৈরী হয় জন্ম আর মৃত্যুর তালিকা।

৬. দেখিনি তোমাকে, প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বেলা গেল
সুন্দর, তোমার চোখে চোখ রাখা হলো না এখনো
সসাগরা হে গোলাপ পিঙ্গলাক্ষ প্রতিহারিণীরা
রূপসী মহল রইল দ্রাক্ষাকুঞ্জ রহস্যের আর্চ
দেখিনি তোমাকে? কাল রাতে অন্ধ করা হল যাকে
সে আমার ভাই, পরশু মর্গে গেল কিশোরী বোনটি ও
তোমাদের মিথ্যে স্টোভে পুড়েছে যে বধূটি গ্রামের
আমার গ্রামের, আর অসনাক্ত শিশুটি আমার

তোমাকে দেখিনি? সেই ফাঁসিদেওয়া জঙ্গলে তোমাকে!

৭. দেখো কি সুন্দর দেশ। সৌভাগ্য কাজলে আঁকা চোখ
কুঙ্কুমে চর্চিত ওই ললাটে এখনো যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম
লেসের হাত অলা জামা ব্রোচবন্ধ ঢাকাই শাড়ি ও
কে বলবে মুঠোয় বন্ধ স্লিপিং পিল, শক্ত নীল মুঠো!

পায়ে পায়ে হেঁটে যাই অসাড় পালক ছেঁড়া ডানা
ছিন্নভিন্ন দগ্ধ কাঠ উড়ন্ত ভস্মের কণা হিম
তীব্র তিরস্কার মুখে পুরস্কার নেয় তবু হাত
রাজন্যবর্গের হাতে—রক্তমাখা চণ্ডালের হাতে
ঘুমোও ঘুমোও আরও সেরিনাভ। স্বপ্ন খুব ভালো।
স্বপ্নে ধন্যধান্যময় স্বপ্নে দীপঙ্কর স্বপ্নে শ্রীজ্ঞান অতীশ

গমগমে গলায় দেশ ধুনুচি নাচানো মহোৎসব
সংঘের ত্রিশুলে রক্ত দৈত্যদেহ জাহ্নবীর জলে

প্রতিজ্ঞানির্জন তুমি নিজেকে ছাড়িয়ে যাও কবি
পন্টিয়াক পাওয়া যায়না আজ আর, শেরিফও, অনেক
কাঠ ও খড়ের ধৃষ্য গণনেতা মহার্ঘ এখন
তুমি কি লিখবে না দেশ? তুমি কি লিখবেনা আর দেশ?

ট্রানজিট পয়েন্ট

হিট লিস্টে নাম আছে, ওরা খুঁজছে আকাশ পাতাল
পায়ে ভারি বুট পিঠে আর ডি এক্স এল এম জি ইনসাস
নাইট ভিশন চশমা বেল্টে একাধিক রিভলবার
কপালে কাপড় ফেট্টি, অন্ধকার বনপথে
ওরা খুঁজছে আমাকে এখন।

আমার ছাত্রকে আমি চিনতে পারি মুখোশের আড়ালে সঠিক
তেমনি জ্যোতির্ময় চক্ষু ধারালো চিবুক গালে জন্মের জড়ুল
আমি শিখিয়েছি তাকে মা মা হিংসি অজ্ঞানতা পাপ
গমগমে ক্লাশের জানলা তাকে ডাকত ফাঁসিদেওয়া জঙ্গলে তখন!

পরাধীন জম্বু দ্বীপ? ওরা তবে স্বাধীনতা চায়?
তাই মুম্বই গুজরাত?
নিজের ছায়াকে নিজে ভয় পায় সংসদ ভবন পরে ভেল্ট জ্যাকেট জামা
তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজে ভারতবর্ষ আসমুদ্র হিমাচল তাকে
নিজের ছায়াকে? আমি ওকে খুঁজছি ও আমাকে—আমাদের ছায়া
ফেরার আমার ছাত্র, আমিও, —ভারতবর্ষ, তার ধৃষ্য গণতন্ত্রময়
ঝলসানো বারুদ গ্যাস ধোঁয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন পাথরকুচি মাটি
অপবৃক্ষ শাখা ফাঁদে ঝুলে থাকা চাঁদে রক্ত
লাল রক্ত চন্দনের ফোঁটা

অসীম যাদব

আজ শেষ হয়ে যেতে যেতে
মনে পড়ে?
একদিন কত শেষ করেছিলে?
হাড়ের পাহাড়।
গলিত শরীর।
কেবল নিশান।
রুটি আর মদ।
মনে পড়ে?

একদিন ধ্বংস হতে হতে
আমরাও
মনে করব
ভাগ করে চেটে পুটে খাওয়া
ফেলে দেওয়া তলানিটুকুও
মনে করব
আর এক পোশাকে
নিজেদের হাতে
পাহাড় বানানো।

এই ভাবে ক্রমাগত বেড়ে ওঠে সব।
অসীম যাদব।

মাটিতে মাটিতে নিচু ঘাস।
ঘাসও বেড়ে ওঠে।
যত ছাঁট তত।
মায়াবী মুষল।

একদিন হাতে হাতে উঠে আসবে ব'লে॥

আছে

সব আছে সব কিছু আছে
আজও ঠিক মানুষের কাছে।

কেবল তোমার যাওয়া চাই।

ভালোবাসা খুলে দেব ঠিক
হাজার দরজা দশ দিক।

শুধু চলো একটু দাঁড়াই।

তার পাশে ব্যথার কিনারে
ভুল বোঝাবুঝির ওপারে

সে জানুক তোমাকে সুহৃদ

সে জানুক আজও সব মেলে
হৃদয়ের ছোঁয়া টুকু পেলে।

মানুষকে জানো তত্ত্ববিদ।

দেখ চেয়ে দেখ যথারীতি
চেয়ে আছে সমস্ত প্রকৃতি

আজও ঠিক মানুষের দিকে।

মানুষের কাছে আছে সব
আমাদের যত পরাভব

অন্ধকার হয়ে আসে ফিকে॥

সমাজ

আমার অনেক দায় ছিল।
আমারই? তোমার কিছু নেই?
তুমি অন্ধ জন্মান্ধ বধির
অন্ধের হৃদয় থাকতে নেই?

বিবৃতিসর্বস্ব এই দেশ
ধৃষ্য ও চতুরধৃষ্য দেশ

কোনোদিন কেউ বলল না ঃ
আমি দায়ী শুধু আমি দায়ী

সত্যি কি বিচিত্র চিরকাল।

আমার অনেক দায় ছিল।
অন্ধ তুমি দেখলে না কখনো
কীভাবে মাটির দুটি হাতে
ফুটিয়েছি আকাশের ফুল
কীভাবে জাগরদীপ থেকে
জ্বালিয়েছি একেকটি প্রদীপ
অর্ধভুক্ত খাবারের থালা
অসমাপ্ত কবিতার বই
ফেলে আসা লুপ্তপ্রায় গ্রাম
মাঠে মাঠে হৃত নষ্ট ধান
বিশ্বাসপ্রবণ ঠ'কে যাওয়া

সব তুমি মোছো কি আকাশ?

লোককবি

সেই লোককবি লেখে রোজ
আমরা তাকিয়ে চলে যাই
গ্রাম থেকে গ্রামে, মুখে মুখে
রটে যায় অনাহত শ্লোক ঃ
এই প্রেম অবৈধ ভীষণ।

সেই লোককবি লেখে রোজ
আমরা পরবপ্রিয়, যাই
ইতু পাতা হবে বলে শিবেরজটায়।

ছো নাচ তুষু ও ভাদু সবই
লেখে এক গ্রাম্য লোককবি।

আর এই গ্রামের শরীরে
পৌরাণিক উল্কি আঁকা যায়।।

কবি

বস্তুতঃ আমার কোনো সামাজিক দায়ভার নেই
যদিও আমার হাতে শব্দ ছিল জাদুদণ্ড ছিল
যে কোনো সংঘের সভাপতি হওয়া সম্পাদক হওয়া
অনায়াস ছিল। আজ কোনোই দায়িত্বভার নেই।

কেন নেই? তুমি পথপ্রিয় বলে? ছিন্নমূল বলে?
তোমাকে দেয়নি জল কোনোদিন গন্ধেশ্বরী নদী?
ডাকেনি কাঁসাই তার নেমে যাওয়া অন্তিম পাথরে?
চার্চের ছায়ায় রোজ বসে থাকা ভিখিরী কি ছোঁয়নি তোমাকে?

এমতো সহস্র প্রশ্ন পরিপূর্ণ প্রপন্নার্তি থেকে
পালাই, পালিয়ে যাই, যেতে যেতে মনে পড়ে যেন
কোথাও আমার কোনো গ্রাম ছিল সরোবর জমি
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ ছায়া ইতু তুষু রাধাদামোদর

ছিল। শুধু ছিল। এই। আজ সব চোখ মেলে তুমি
ঢেকেছ আমাকে। দায়ভারহীন আমার শরীরে অবিরল
আমারও সত্তার স্বেদ ঠাণ্ডা ছাই অন্ধ গঙ্গাজল
নিরন্তর আন্দোলনে নিরঞ্জন দেশ জন্মভূমি

বস্তুতঃ আমার কোনো জন্ম নেই মৃত্যু নেই নাম রূপ নেই।
কিংবদন্তী মনে হবে। তাহোক। ছড়িয়ে যাই গুরুঅভিমান
অমোঘ বীজের মতো আসমুদ্র হিমাচল শিলোঞ্ছবৃত্তির
শস্যদানা অগ্নিকণা ভুলে যাওয়া প্রাচীন বিশ্বাস।

নচিকেতা

যে কোনো মুহূর্ত থেকে শুরু করা যায়
অনেক গিয়েছে জানি, কিছুতো রয়েছে
সেটুকু এবার বক্ষপঞ্জরের থেকে
তুলে এনে ছড়াবার হয়েছে সময়
অনেক নিয়েছ শুষে এবার বিলোও
বিন্দু দিলে সিন্ধু হয়ে ফেরে
কে বলেছে আলো নেই প্রেম নেই আজ?
বিশ্বাসের ছবি রোজ দেখায় জগৎ
প্রতিদিন আশা আনে ভালবাসা আনে
মাটি আর আকাশের পুরনো পৃথিবী
দুহাতে বিলোয় ছায়া ফুল ফল গাছ
জীবনের গান গায় ডানা মেলে পাখি
মানুষের সম্ভাবনা শিশুর মুঠোয়
মানুষের স্বপ্ন নবজাতকের চোখে
মানুষের সত্য জানে নচিকেতা। তুমি
ফিরে এসো যতোটুকু বাকি আছে হাতে
তোমার জন্মের কোনো শেষ নেই। জেনো
শেষ নেই আমাদের হাজার মৃত্যুরও।

সত্যি মিথ্যে

মিথ্যে দিয়ে বানাও
তাই টেকেনা ধোপে
মিথ্যে দিয়ে বানাও
পৌঁছেনা হৃদ্দেশে
মিথ্যে দিয়ে বানাও
তাই ভেঙে যায় সব
মিথ্যে কি দরকার

যার যা আছে তাকে
সরল সহজ কথায়
স্পষ্ট কথায় বলো
সত্যি কথায় বলো

সত্যি কথার দেশে
রূপকথা হার মানে
সত্যিকথার শিকড়
কঠিন মাটি চিরে
চারিয়ে যায় জানো?

আর কি জানো, নিজে
তুমি যা তাই, বেশি
চাইতে গেলে জ্বালা
স্বধর্মে নিধন ও
শ্রেয় সে তো জানো।

প্রেম

তোমাদের তোমাদেরও দেব।
পানীয়ে মিশিয়েছিলে বিষ?
ও কিছু না। তুমি তো জানো না
আমাদের অজস্র পোশাক।
বিশ্বাসহননকারী ব'লে
তুমি কেন মাথা নিচু দূরে?
অবোধ! কী হবে কেড়ে নিলে
অর্ধভুক্ত খাবারের থালা?
তুমি নিজে তুলে নিয়েছিলে
এই চোখ? কাছে এসো ভাই
তুমি এসো তুমি এসো তুমি
তুমিও তুমিও এসো এসো—
আমি দেবো তোমাদেরও দেবো!
অনন্যোপায় এক ভার
কাউকে না দিয়ে পালাবার
পথ নেই। একদা তুমিও
দেবে। সব দিয়ে যেতে হবে॥

দায়

নিজেকে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে
ধরা পড়ল একে একে সব
স্পষ্ট প্রতিভাত হলো এ-ও
জাহির করার অন্য খেলা।

ত্যাগের চূড়ান্ত শীর্ষ থেকে
হেসে উঠলো লুকোনো প্রয়াস
পুজোর অন্তিম বিন্দুটুকু
জরো জরো লোভে আসক্তিতে।

চোখে পড়ে আনাচে কানাচে
সংখ্যালঘু সংঘ জোনাকিরা
প্রেতায়িত অন্ধকারে জ্বলে
আগুনের বরফের চোখ

চোখে পড়ে কেন চোখে পড়ে
আমারই অনন্ত গতিবিধি!
গৃহীর শয্যায় গেরুয়া যে!
আজ কেউ কাজল পরেনা।

নিজেকে ভিতর থেকে তুলে
নিজেকে বাহির থেকে তুলে
অন্তর্নিহিত এত একা
যে, সাহস হয়না বলি ঃ

আমিই একমাত্র আমি দায়ী।

তবু আমার

আমার গ্রাম নেই।
তবু দেখতে পাই এক প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ
সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছে ঘর
গোবরে নিকোনো উঠোন
তুলশীমঞ্চ লাউমাচা সরোবর।

আমার জমি নেই।
তবু দেখি থোড় এসেছে শীষ উঠেছে নত হয়ে গেছে
ধান
দেখি পাখনা দেওয়া জমির নরম বুকে
পিতার হাতের স্পর্শ
মায়ের চোখের জল।

আমার দেশ নেই।
তবু দেখি ঝকঝকে সব স্বাস্থ্য
সুন্দর সুশীল ব্যস্ত মানুষ
হিরণ্যগর্ভ দিন
লাঞ্ছনাহীন রাত
উপচে পড়া সুনীল আকাশ।

আমার জন্ম নেই মৃত্যু নেই।
তবু অনন্ত পথে পথে ছড়ানো আমার
শরীরের বিরহ চিহ্ন॥

মনে ক'রে দেখ

মনে ক'রে দেখ, সেই অন্ধকার তোমাদের হাতে
কতখানি গাঢ় হয়েছিল
কতখানি অপমান জ্ব'লেছিল আগুনে চিতাতে
ভয় ছাড়া কিছু এক তিলও
ছিলনা জীবনে, ছিল আমার ভাইয়ের ছেঁড়া জামা
মণিহীন বোবা হওয়া বোন
হাজার ঢাকের বাজনা বেজেছিল হাজার দামামা
তুমি সাড়া দাওনি তখন
তুমি চেয়ে দেখনি আমার কত বিদীর্ণ দুপুর
ঝ'রে গিয়েছিল ঝড়ে জলে
মনে ক'রে দেখ, কারা সে দুপুরে কাদের পুকুর
নিঃশেষ করেছে দলে দলে!

পিঁপড়ে

ভেসে যেতে যেতে একটা পিঁপড়ে
ডাঙায় উঠেছিল।

তার বাড়ি হলো টেলিফোন হলো ফ্রীজ হলো
গাড়ি হবে হয়তো।
এম.এল.এ. মন্ত্রী টন্ত্রী হতে পারতো বলে সে ভাবে।
পাড়ায় তার নামে সম্ভ্রম
শহরে তার নামে সন্ত্রাস

শুধু হেসে ওঠে পথের ধুলোবালি।
ডিম লুকোনোর প্রয়াস দেখে
দিগন্তের বৃষ্টিরেখা।

আঙ্গিক

কথা তো অর বদলে যায় না
শুধু বলবার ধরণ পাল্টাতে পারো
এর নামই কবিসত্তা
সাত্ত্বিক কবি তো সহসা বলতে পারেন না ঈশ্বর নেই
নাস্তিক কবি কি মাঝ রাতে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা বলবেন
মিছিলের কবি পৌষের রাতে
ধানসিঁড়ির কিনারে শুয়ে থাকার কথা ভাবেন না
তার মানে
কবির কথা বদলে যায়না
বদলায় তার বলার ধরণ
বদলায় তার রূপক প্রতীকের ব্যবহার
ধ্বনি ব্যঞ্জনার মাত্রাভেদ
উপমা প্রয়োগের কৃৎকৌশল
আর
শিল্পের সেই শিখরে নিয়ে যাবার
স্থির বুদ্ধির অহঙ্কার

এই নিয়ে হৈ হৈ ক'রে উঠবে তুর্কীরা
পাল্টা সব জবাবই আমার জানা আছে
তার জন্য বির্তক সভা বসাও
কবি সভা নয়।

হাজার বার বদলাতে বদলাতে
আমি নিজেকে দেখেছি
অপরোক্ষ অনুভূতি ছাড়া আমি কিছু বলিনা
অনন্ত পথের অভিজ্ঞতাই
মাত্রা পেয়েছে সত্তায়
এবেলা ওবেলা তাকে
বদলাতে পারো না।

ট্রাক

স্কুলের পাশেই ফাঁড়ি, লরীর লোমশ হাত থেকে
ছেঁড়া ফাটা দুটাকার পাঁচটাকার টিপস নেয় সমস্ত পুলিশ
দেখেনা লরীতে যায় কয়লা নাকি মৃতদেহ কালিদাসপুরের
দেখে আমার ছাত্রেরা ছোট বড়, দেখে, এইরম রীতি এদেশের
আমরা দেখি মাস্টারেরা গণনেতা ডেপুটি সাবডেপুটিরা রোজ।

রেল ফটকের পাশে বাইপাসে অনেক রাতে অথবা ভোরবেলা
সারি সারি ট্রাক যায় ডালা উঁচু, কী যায় কে জানে
বোধহয় পাড়ার মস্তানেরা জানে, ট্রাকপিছু তোলা তাছাড়া কি
পেতো? ঝগড়া হতো বাঁটোয়ারা নিয়ে পুলিশের সাথে?

এভাবে সীমান্ত অব্দি শুধু ট্রাক সারি সারি ট্রাক চলে যায়
দেশের সমস্ত প্রান্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে সারি সারি ট্রাক
ধাবমান চাকা থেকে ধুলোয় কি ধুলোময় আচ্ছন্ন স্বদেশ
আমার স্কুলের পাশে আমার বাড়ীর পাশে
আমার আত্মার খুব পাশে।

যে মানুষ

যে মানুষ পুড়েছে আগুনে
তুলে নাও তার শাদা হাড়

যে কিছু রাখেনি, খোলামুঠি
তাকে দাও দুর্বা ধান শুধু

তাকে ডাকো, পালকে পালকে
লেগে যার অপমান ভয়

এই তার পথ কাঁটালতা
বাস্তুসাপ, এই তার বাড়ি!

মনে আছে অশ্বত্থ, তোমার
তার ফেরা তার চলে যাওয়া?

যে মানুষ অনীশাত্মা তাকে
স্পর্শ করো অশ্রুমান হও।

ক্লাস

অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান বুদ্ধি দেয় আকার
উভয়কে মিলিয়েই জ্ঞান সম্পূর্ণ
কান্টের এই কথা শোনাতে শোনাতে
সহসা চোখে পড়ে
ওদের চোখের নীলে বুদ্ধের শূন্যবাদ
মেঘমালার মত অস্পষ্ট এক ছায়াপথ
প্রাচ্যপাশ্চাত্যের অতীত এক দেশের ভাষা ও ভাষ্যে
নীরবতায় মুখর।
আমার পড়ানো থেমে যায়।
ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে
কোনো অপরাধবোধের তাড়নায়
পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে থাকে
আমার সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাতের মিছিল
পুলিশ গুলি রক্তের ধারা
আমার সামনে বেকার ক্রুদ্ধ মরীয়া লড়াকু ন হন্যতে
সত্তার সারি সারি ছায়া
আগুনের ছায়া।
আমার অভিজ্ঞতা আমার বুদ্ধি
এই ছায়ামিছিলের আকার উপাদান মেলাতে পারেনা
ততক্ষণে ঘণ্টা পড়ে
ক্লাস শেষ হয়ে যায়
আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি।

এ শহর

এ শহর মনে রাখবে। এ আমার গ্রামের মতন।
এখানে মাটির স্পর্শ রৌদ্রদগ্ধ সেগুনের বন
বৃষ্টিতে গাছের পাতা থেকে ওঠে বিষণ্ণ সুদূর
নির্জন প্রান্তরে দূরে শোনা যায় পিঁপড়ের নূপুর
কালো শাদা লাল পথ চলে যায় বহুদূর পথে
নদীগুলি বালিঢাকা তবু চোখে জল কোনো মতে
অদূরে পাহাড়ে মেঘ পাথর ছুঁয়েছে হয়ে নিচু
শিলাগুল্ম জাগরুক ধানশিষও আছে কিছু কিছু
উড়ন্ত ভস্মের কণা ছিন্নভিন্ন কাঠের অঙ্গার
বহু অপমান গ্লানি ক্ষয় ক্ষতি স্নেহ অন্ধকার
উড়িয়ে পাখির ডানা ঝড়ের মতন যায় ট্রেন
দিল্লী কলকাতার দিকে, খুশি মতো যেদিকে যাবেন
পোকায় কেটেছে পুঁথি শীতে গ্রীষ্মে নষ্ট টেরাকোটা
ছড়ানো ছিটানো প্রত্নশিলা থেকে দুটি একটি ফোঁটা
জল পাওয়া যেতে পারে নিংড়োতে পারলেই
অল্পে খুশী মানুষেরা শহরে বা গ্রামে কোথা নেই?
স্বল্পায়ু স্বপ্নের মতো দিন যায় রাত্রি যায় শুধু
মধ্যবিত্ত—তেপান্তর ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীহীন ধূ ধূ
অসাড় চৈতন্যে যেন রূপকথার ঘুমন্ত পুরীতে
জীবন ঘুমিয়ে আছে, কেউ আসেনা কোনোদিন নিতে
রাজকন্যে, হাতে নিয়ে সোনার রূপোর কাঠি কেউ
খটাশ শেয়াল পেঁচা ডেকে ওঠে রাজধানীর ফেউ
নির্জনতা ছলকে দেয় ফুৎকারে উড়ন্ত কোনো চিল
পাতা কুড়োনির মেয়ে চেয়ে থাকে চোখে গাঢ় নীল
চেয়ে থাকে ক'টি ঘুঘু রাজকীয় করিডোর থেকে
ধানের চালের গন্ধে ধমনীতে স্বপ্নস্রোত। কে কে—
এসেছিল, মনে আছে, শুধোতে কবিকে, ভালো আছো?
দুচোখে শুশ্রুষা নিয়ে বলেছিল, বাঁচতে হবে, বাঁচো ....
মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে, স্তব্ধ ইতিহাস
এ শহরে একদিন হেঁটেছিল এক কবি এক ক্রীতদাস
সব পথ অন্ধ করে সব পথ বন্ধ করে অযুত আলোকবর্ষ ছুটে
আমার শরীরে তার ক্ষতচিহ্ন আমার আত্মার করপুটে॥

পাতাবাহার

মাটি নেই। কোনোখানে নেই।
পাথরে বাঁধানো এ উঠোন।
চারপাশে নিরেট দেওয়াল।
চারপাশে কঠিন সিমেন্ট।

তবু এক পাতাবাহারের
কি সতেজ ব্যাকুল সবুজ
কি সহজ অমল হলুদ
কি কাতর ছোট ছোট শাদা!

ফুল নেই ফল নেই। শুধু
ছোট ছোট পাতা। ডালে ডালে
হাওয়ায় হাওয়ায় করতালি।
খালি খুশী, খুশী খালি খালি।

ও কোথায় জল পায় বাবা?
ও কোথায় মাটি পায় বলো?
ও কি করে বেঁচে থাকে এত
ভয়াবহ বাঁকুড়ার তাপে?

যেভাবে রয়েছে দলে দলে
ফুল ফল নামহীন এত
ছোট ছোট মায়াবী মানুষ
আমাদের পাথরের দেশে—

আমার মেয়েকে এই বলি।
মেয়ে তার ছোট দুটি হাতে
জল দেয়। পাথরে গড়ায়—

তোমাদের সমাজের মতো?

উত্তরাধিকার

কিছুই হলো না বলা, গলা ধ'রে আসে বুকে ভয়
আমাদের হাতে ঝরে সব ধান জয় পরাজয়
এত ছোট হাতে কিছু দেওয়া নেওয়া হলো না যে তাই
প'ড়ে থাকে ছেঁড়া ডানা পালক রক্তের ফোঁটা ছাই
তোমরা এসেছো আহা, তোমাদের দেখি চোখ ভ'রে
তারপর চলে যাই শব্দহীন জলের ভিতরে
মাটিতে শিকড়ে শস্যে মেঘে মেঘে তোমাদের মনে
তোমাদের অনুভবে অননুভবের মায়াবনে
আমরা পারিনি কিছু ব'লে যেতে রাত হলো ভোর
নাকি দিন শেষ হলো? কি জানি। কেবল চোখে তোর
কাঁপে ভীরু সজলতা হে জীবন, সমস্ত সত্তায়
কে বোনে সোনালি ধান বারোমাস নিবিড় মায়ায়?
আমরা জানি না কিছু আমরা অবুঝ বেদনাতে
তোমাদের রেখে যাই এই অন্ধকার গিরিখাতে
ধ্রুব নক্ষত্রের তলে, সাক্ষী থাক সাত জন ঋষি
মুছে দিক সব স্মৃতি কৃপা ক'রে এই অমানিশি
আমাদের কথা থাক আমাদের ব্যথা থাক প'ড়ে
রক্তমুখী মাঠে মাঠে যেখানে পালক ছাই ওড়ে
সমস্ত দুপুর গেল প্রেতায়িত সারারাত্রি বেলা
স্বপ্নের কঙ্কাল কাঁদে ভেসে যায় আগুনের ভেলা
গন্ধেশ্বরী নদী জলে মাটির ঘোড়ার মুখে ফেনা
দশাবতারের তাস রাসমঞ্চে চলে বেচাকেনা
তোমরা দেখোনা কিছু এইসব পৌত্তলিক প্রেম
এইসব প্রাচীনতা প্রত্নলোক অন্ধ যোগক্ষেম
পা ফেলে পা ফেলে যেও মাড়িয়ে মাড়িয়ে, যেতে যেতে
ছুঁয়োনা কখনো ভুলে তেজস্ক্রিয় ঘাস ফুল পেতে
বলোনা ব্যাঞ্জনাহীন 'ভালবাসি ভালবাসি, তুমি'?
ধরোনা নিমজ্জমান সংসারের ভাঙা বাস্তুভূমি
আমরা পারিনি ব'লে আমরা হারিনি ব'লে শোনো
যেন কোনদিন ঋণ কারো বুকে রেখোনা কখনো।

সান্ধ্য

অনেকদিন নিজের কথা বলেছো
এবার বলো ওদের কথা কিছু
দুপুরবেলা গিয়েছে তাই চলেছো
বিকেলবেলা ছায়ার পিছু পিছু

যখন ছিল বেদনা তার মায়াতে
দিয়েছো নীল যা ছিল সব ছড়িয়ে
এখন কেউ না এলে আর তাহাতে
ক্ষতি কি? জল জলেই যাক গড়িয়ে।

ভোলোনি তার অন্ধকার ছলনা
ফেরোনি আর ডেকেছে অনবরত
বোলোনা আর নিজের কথা বোলোনা
থাকুক ক্ষয় থাকুক ক্ষতি ও ক্ষত।

অনেকদিন দেখোনি শীতে একাকী
নদীর কতো কষ্ট কাঁপে পাখিটি
না ফেরা সেই কিশোর দিলো যে ফাঁকি
যে বোন গেছে পরিয়ে রাঙা রাখিটি

ওদের কথা ওদের ব্যথা পরস্পর
কেবল ভুল কেবল ভয় জড়িয়ে
বটের ঝুরি নামায়। তুমি অতঃপর
সন্ধ্যাবেলার করবী দাও ছড়িয়ে।

অনেকদিন নিজের কথা বলেছো
এবার বলো ওদের কথা কিছু॥

প্রতিভা

তবু আজ ধর্ম চাই, তবু আজ ভালোবাসা চাই
মানুষের সাধ্য নেই একা হতে এমন জগতে
সংঘ গড়ে সংঘ ভাঙে সংঘের ভিতরে
জন্ম নেয় ধ্বংসবীজ; বাইরে যারা শিরস্ত্রাণহীন
খিদে কান্না লোভ নিয়ে অশাস্ত্রীয় যায়
প্রত্যেকের ধর্ম চাই; তাই এতো রঙিন নিশান
এতো হাওয়া এতো সিঁড়ি নীতিগত বিরোধী আশ্রম
এমন সম্পর্কহীন বসবাস বধির বিষণ্ণ যবনিকা।

সবই তো কোটিতে গুটি, মরমী চাতুরী, তা না হলে
রাজা বা যাজক হওয়া! গণদেবতার বুকে চেপে
মানুষের মুণ্ড ছাড়া মালা কি মানায় লাল জবা?
ছন্দের ভিতরে থেকে বলা যায় বানানো প্রলাপ?

নিঃসঙ্গ নীরব নীল প্রতিবাদে ধীরে ধীরে নামে
দিগন্তে আকাশ আর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়
কটু বারুদের গন্ধ, গ্রহ আর তারাদের মশাল মিছিল
আর ন হন্যতে দেশ ঃ এত শূন্য দেখেনি মানুষ

তবু তার ধর্ম চাই সংঘ চাই বুদ্ধহীন দলীয় প্রতিভা!

কারাগার

আরও চতুরতা চাই নাগরিক ভঙ্গী চাই স্মার্টনেস চাই।
উন্মত্ত প্রমত্ত সব বাক্য চাই অর্থহীন কোলাহল চাই।

সাবেকি কিছুই নেই ঃ দরদালান কুয়োতলা কাঁথা ও লণ্ঠন
নদী নেই তারা নেই জোনাকি টোনাকি লক্ষ্মীপেঁচা

এখন সাইবার কাফে এল এম জি ইনসাস ফাঁসিদেওয়া
ধূর্ত ক্ষিপ্র নরভুক অদৃশ্য মাকড়শা মায়াজাল

আরো অন্ধকার চাই অনৃতপ্রবণবাক মাংসচক্ষু চাই
কবি জন্মাবেন ব'লে পৃথিবীতে আরও অন্ধ কারাগার চাই।

বাঁকুড়া

এখন সাইবার কাফে নর্থ পয়েন্ট আই সি ইউ ধাতব লাইন
অগুন্তি বিদ্যুতবাহী মেল ট্রেন রাজধানী এক্সপ্রেস
বাইপাস হণ্ডাসিটি ফোর্ড আইকন টিন এজার্স কামিজ বেলবটম
জীবন যৌবন হাত ধরাধরি কলেজ ক্যাম্পাসে ঝরে স্মার্ট স্কাইলাইটে
ক্লোজ আপে লং শটে মিডে, সাড়ে সাতশ কবি
সাড়ে সাতশ লিটল ম্যাগ মেগা ম্যাগ কবি সম্মেলন
জেলা রাজ্য সম্মেলন গণনেতা জ্বলন্ত ভাষণ মোমেন্টাল মিউজিয়াম
সাট্টার উল্লাস মর্গে অসনাক্ত লাশ আর পাইপগান গলি
কেউ কাউকে চিনিনা হোক প্রতিবেশী, সেলফোন পকেটে স্কুলগার্ল
রিক্সাওলা হুইমজিক্যাল তীব্র নাগরিক সন্ন্যাসীও
এখন বাঁকুড়া থেকে পাওয়া যায় দুরারোগ্য ডোমেস্টিক ব্যাধি

তবুও বাঁকুড়া জুড়ে অনুৎসুক ক্রান্তিসূর্য আগুন ছড়ায়
তবুও পোকায় কাটা পুঁথি যেন স্মৃতিধার্য প্রাচীন শহর
ঘুমের কালসিটে দাগ দগ্ধমুখ তাড়িখোর তাল আর খেজুর
চারপাশে ধুলোর ঘূর্ণী অস্পর্শকাতর ব্যাধি রিক্সার টুং টাং
চণ্ডীমণ্ডপের তাস আধো অন্ধকারে দূরে শেয়ালের ডাক
পুরনো বটের বুকে পেঁচা বাইরে সেগুনের বনে হু হু হাওয়া
মৃত বন্ধুদের মুখ অমৃতবন্ধুর হাত প্রেতায়িত রাত
ঘুমন্ত দুপাশে বোবা কোঠাবাড়ি গায়ে গায়ে নিচু দরজা ছাত
গঞ্জের বাজার বাঁকাচোরা গলি অসাড় ধূসর নরনারী
মৃত পূর্বপুরুষের গল্পে মোড়া এ শহর সুভেনির ঘোড়া
সহসা পাশ ফিরে শুলে হাওড়া চক্রধরপুর এখনো
সেগুনের ফুল উড়িয়ে ন হন্যতে স্বপ্নকুচি স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে চলে যায়

আমরা ত্রিকালদর্শী হেঁটে যাই মাচানতলায় লোকপুরে
গোবিন্দনগরে তীব্র ডিজেলহার্ট কাঠজুড়িডাঙায়
খ্রীষ্টান কলেজ রোডে অনেক সকাল বেলা বিকেল সন্ধ্যায়
নতুনচটিতে ফিরতে পথে পথে এখনো সম্পন্ন দুটি হাতে
রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি কুড়োই—আমার বন্ধু অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের—
তার মৃত্যুস্পর্শ বাজে আমার মুখর ছন্দে মৌন কবিতায়

অপেক্ষা

আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি স্টেশনে
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার নীলাচল আপ
এমন কি পাটনা-কোচিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি
আমার হাতে ধরা থাকে
শুশুনিয়া
মুকুটমণিপুর ঝিলিমিলি বিষ্ণুপুর
আমার অপেক্ষমান সাইকেল রিক্সায়
কয়েকটি প্রান্তর মরা নদী পাতাঝরা অরণ্য
পাশে মাটিতে প্রায় ঘুমন্ত আধোজাগ্রত
কিছু গ্রাম
তাদের পাঁজরে পক্ষপাতদুষ্ট
রামকিঙ্করের পাথর
চুঁয়ে পড়া রক্তবিন্দু
শরীরী উৎসব
আমি দাঁড়িয়ে থাকি সর্বাঙ্গে লতাপাতা জড়িয়ে
শীতগ্রীষ্ম জড়িয়ে
গ্রীক ভাস্কর্যের মতো
তুমি পাসপোর্ট ভিসা হারিয়েছো?
কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে?
কনস্যুলেট অ্যামবেসী পুলিশ
এ দেশে কিছু নেই!
আমি পাথরের মতো পামীরপ্রমাণ অভিমান নিয়ে
অপেক্ষাই করব?

এই সব

আমরা বলিনি তবু দোষী চিহ্নিত
তোমরা বলোনি তবু দোষী চিহ্নিত

যারা ব'লেছিল দণ্ডাজ্ঞা পেয়েছে?
প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে যে ক্রুশ!

এই সব গ্লানি কলঙ্ক অপযশ
জীবনকে দেয় টলোমলো পূর্ণতা।

চিঠি

যখনই লিখেছি তার কথা
টি টি প'ড়ে গিয়েছে আকাশে
প্রাকপুরাণের যতো নীল
ভাসিয়ে দিয়েছে বর্ণমালা—
একটি চিঠি লেখারও মতন
শব্দ নেই জলে স্থলে আজ?

দুর্গ

এই দুর্গে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখিনি
ঘন শ্যাওলা কাঁটালতা নিরন্ধ্র পাথর
উঠে যাওয়া নেমে যাওয়া সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি
বাদুড় ও বুড়ো পেঁচা বাঘিনী হরিণ
এই দুর্গে ছায়াচ্ছন্ন বারোমাস ভয়
চিরকাল যুদ্ধ যুদ্ধ টান টান শিরা
নিঃশ্বাসের শব্দে শুধু রক্তস্ফীত চাঁদ
ডানার ঝটপট শব্দ রাত্রির মশাল
জ্ব'লে ওঠা নিভে যাওয়া কালো কেশদাম
এই দুর্গ ধর্ম অর্থ কামদগ্ধ ঘর।

চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়

এর নাম বেঁচে থাকা। খাদ্যগত প্রাণ।
চিবিয়ে চিবিয়ে খাই কর্মফল টল
জীবনের শেষ রক্ত ফোঁটাটিও চুষি
আমৃত্যু লেহন করি ধর্মের সুজাতা
অধর্মের অধরোষ্ঠ পান, অমিতাভ।

এই মৌলবাদ। নাও এ প্রলাপ গাথা।
পতাকা ওড়াও এই উলঙ্গ ফুসফুসে
এই জন্মমৃত্যুবদ্ধ ছন্দের আঙ্গিকে
শ্লেষার্ত শ্লোকের শূন্যে থাকো তথাগত।

এর নাম বেঁচে থাকা। খাদ্যগত প্রাণ।

ঘুণাক্ষর

'ঘুণাক্ষরে জানবে না কেউ'—
কী কথা এমন কথা? গোপনীয় এতো?
তার চেয়ে বেশি মনে হলো
'ঘুণাক্ষর' শব্দটির প্রয়োগকৌশল
অভিধান খুলে দেখি জল
বেশ ঘোলা
প্রথমতঃ কোনো কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যদি তাকে
দ্বিতীয়তঃ কোনো কিছু অতীব সামান্য রূপে জানাজানি হলে সেই তাকে
তৃতীয়তঃ সুরত ব্যাপারকেও বলে
ঘুণাক্ষর!
'অদ্ভুত ব্যাপার' ভেবে পাতা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি
এ অর্থটি চতুর্থতঃ হয়ে র'য়ে আছে—

পদ্যের মধ্যেই লিখে রাখতে হল ঃ ভুলে যাই পাছে।